ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 April 2019 ■ আগরতলা, ৮ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ২৪ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কংগ্রেস সিপিএম দোস্তি করে ধোকা দিয়ে চলছে, উদয়পুরে মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ও উদয়পুর, ৭ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনের ভোট প্রচারে ঝটিকা সফরে রাজ্যে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কংগ্রেস ও সিপিএমের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করে গেলেন। উদয়পুরে বিজেপির এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি বলেন, কংগ্রেস ও সিপিএম দোস্তি করে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। তিনি দুটি দলের নীতি আদর্শ নিয়েও সওয়াল করেছেন।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন প্রচারে রবিবার রাজ্যে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এইদিন তিনি এমবিবি বিমান বন্দর থেকে সোজা চলে যান মন্দির নগরী উদয়পুরে। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখান থেকে সড়ক পথে যান সমবেশ স্থলে। উদয়পুর স্পোর্টস কাউন্সিল মাঠে হয় নির্বাচনি সমাবেশ। এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে এইদিন সকাল থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকরা ভীড় জমান সমাবেশ স্থলে। একথায় জনপ্লাবন ঘটে মন্দির নগরী উদয়পুরে। বহু কর্মী সমর্থক মাঠে স্থান না পেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনেন। এইদিন নির্বাচনি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বিপুল জনসমাগম দেখে অভিভূত হন। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের আসল স্বরূপ ফুটে উঠেছে। সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান তিনি। তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, সমগ্র দেশে পরিবর্তনে সর্ববৃহৎ প্রতীক ত্রিপুরা। এই রাজ্যের মানুষ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা বিকাশ বিরোধী সরকারকে সরিয়ে নতুন সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইচ্ছা থাকলে পরিবর্তন সম্ভব, তা করে দেখিয়েছে রাজ্যের মানুষ। যার পরিপ্রেক্ষিত নতুন সরকার বড় পদক্ষেপ নিতে পারছে। দেশ এগোচ্ছে এটাই সহ্য হচ্ছে না বিরোধীদের। তারা একাট্টা হয়ে নির্বাচনে নেমেছে। কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা মোদিকে হটাতে চেষ্টা চালাচ্ছে । কখনো কখনো তারা পাকিস্তানের সুরে কথা বলছে। ত্রিপুরা এবং কেরলে এই দুটি দল পৃথকভাবে লড়াই করলেও তারা দিল্লিতে গিয়ে হাত মেলাচ্ছে । রাজ্যে কোস্তি এবং দিল্লিতে দোস্তি করে প্রতিবাদ চালিয়ে এসেছে। পর্দার পেছন থেকে মানুষের চোখে ধূলো দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু চৌকিদার ভারতের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। নির্বাচনি সভায় এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার উদয়পুরে জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি নিজস্ব।

রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তেজনা সোনামুড়া, সিপাইীজলা ও রইস্যাবাড়িতে, লাঠিচার্জ করে আক্রমণের মুখে পুলিশও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,৭ এপ্রিল ।। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসের মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। রবিবার দুপুর নাগাদ সোনামুড়ার নিদয়া বাজার, রইস্যাবাড়ির তুই চাকমা এবং সিপাহী জলা জেলার নলুয়াতে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য, পুলিশ অফিসার সহ বেশ কয়েকজন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীসমর্থক গুরুতর ভাবে জখম হয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে লাঠি চার্জ করতে হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষ এড়াতে এবং জনজীবনে শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে এলাকাগুলিতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী ফ্ল্যাগমার্চ শুরু করেছে।

সবকটি ক্ষেত্রেই পুলিশ পৃথক পৃথক মামলা গ্রহণ করেছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোনামুড়া নিদয়া, রইস্যাবাড়ির তুইচাকমা এবং সিপাহীজলার নলুয়া এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ওইসব এলাকায় ভোট পর্ব কতটা শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হবে তা নিয়ে সন্দেহ ক্রমশ ঘনিভূত হচ্ছে।

রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ে রবিবার বিকালে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহা নির্দেশক এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। তিনি বলেন সোনামুড়ার নিদয়া বাজারে দুপুর ১২টা নাগাদ কংগ্রেসের একটি রোড শো চলছিল রোড শোটি সোনামুড়া থেকে নিদয়া বাজারে যায়। নিদয়া বাজারে পৌঁছলে রোডশোতে অংশগ্রহণকারী কিছু সংখ্যক লোকজন নিদয়া বাজারে অবস্থানরত বিজেপি কর্মীসমর্থকদের উপর হামলা চালায় বলে জানান পুলিশের অতিরিক্ত মহা নির্দেশক । তাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। যাত্রাপুর থানার ওসি এবং পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে লাঠি চার্জ করে। পুলিশের উপরও পাল্টা আক্রমণ হয়। তাতে যাত্রাপুর থানার ওসি এবং ৮জন বিজেপি কর্মীসমর্থক আহত হন। এব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করেছে।

রইস্যাবাড়ি থানা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরবর্তী তুইচাকমা বাজারে দুপুর ১২টা নাগাদ বিরোধীদল সিপিএমের পথসভা চলছিল পথসভার কিছুটা দুরেই শাসক দলের ঘরোয়া মিটিং চলছিল। ঘরোয়া মিটিং থেকে এসে বিজেপির কিছু লোকজন সিপিএমের লোকজনদের বলে তাদের উপর দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নিতে এনিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। কিছুক্ষন পর আরো কিছু বিজেপি সমর্থক সিপিএমের পথসভা স্থলে এসে আক্রমণ চালায়। আক্রমণে পুলিশের একজন সাব ইনস্পেক্টর এবং সিপিএমের ২ নেতা গুরুতর ভাবে আহত হন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য পরিক্ষিত মুড়াসিং এবং দলীয় নেতা সন্তোষ চাকমা। এখানেও পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে।

এদিকে সিপাহীজলা জেলার নলুয়াতে সিপিএমের পথসভা ছিল পথসভা বানচাল করার লক্ষ্যে কিছু লোকজন সেখানকার রাস্তা অবরোধ করে রাখে। পুলিশ অবরোধ কারীদের সরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত লাঠি চার্জ করে অবরোধকারীদের সেখান থেকে সরানো হয়। নির্বাচনের দোরগোড়ায় সন্ত্রাস যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে নির্বাচন কতখানি অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হবে তা নিয়ে সন্দেহ ক্রমশ ঘনিভূত হচ্ছে। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্যই এধরনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ।

কংগ্রেসকে ধ্বংস করে আবার বিজেপিতে ফিরবেন সুবল : সুনীল দেওধর

আগরতলা,৭ এপ্রিল (হিঃসঃ) ।। শতাব্দি প্রাচীন সর্বভারতীয় কংগ্রেসকে ধ্বংস করে ছাড়বেন দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী, আর ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসকে ধ্বংস করবেন সদ্য বিজেপি-ত্যাগী সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে দলীয় প্রার্থী সুবল ভৌমিক। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসকে ধ্বংস করে আবার বিজেপি-তে ফিরে আসবেন। দাবি বিজেপি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা দলের ত্রিপুরার পর্যবেক্ষক সুনীল দেওধরের।

আজ উদয়পুরে বিজেপি-র উদ্যোগে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন সুনীল। সুনীল দেওধরের এই বক্তব্যে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তবে সুনীলের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক। টেলিফোনে হিন্দুস্থান সমাচার-কে সুবল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আপনাদের মত ডাকাতকে ভয় পাই না, মোদীকে তোপ মমতার

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.): আপনাদের মত ডাকাতকে ভয় পাই না বলে রবিবার নরেন্দ্র মোদীকে তোপ দাগলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে বিজয় চন্দ্র বর্মনের সমর্থনে সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দুজন পুলিশকে সরিয়ে দিয়ে ভোটে জিতবেন ভাবছেন মোদী ? পারবেন না। সবাই আমাদের লোক'। ময়নাগুড়িতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন "সব পুলিশ আমাদের"।

রবিবারই কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানের সভামঞ্চ থেকে তৃণমূলকে ঝাঁঝাল আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদী। আর তারই পাল্টা জবাব শানিয়ে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি থেকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বলেন, 'মোদী হারাতঙ্ক রোগে ভুগছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পাচ্ছে'। কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির "কথা শুনে" চলছে বলেও সভায় তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'নির্বাচনের পর ওরা চলে যাবে। আমাদের ফোর্স থাকবে'।আজ ফের জলপাইগুড়ির সভামঞ্চ থেকে রণংদেহী মূর্তিতে এনআরসি নিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে ফের তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বছরের পর বছর উত্তরবঙ্গের খোঁজ রাখেনি কেউ। বিগত ৭ বছরে এখানকার মানুষ যা পেয়েছে গত ৭০ বছরে তা পায়নি এই এলাকার মানুষ। দুজনকে পুলিশকে সরিয়ে দিয়ে ভোটে জিতবেন ভাবছেন মোদী, পারবেন না। সবাই আমাদের লোক'।

রবিবারও নির্বাচনী জনসভায় চা শ্রমিকদের মন জয়ের চেষ্টায় নামেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে বারবার উঠে আসে চা বাগানের কথা। জমির পাট্টা ও ন্যূনতম মজুরি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই দাবি জানিয়ে আসছেন চা শ্রমিকরা। তিনি জানান, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে প্রাক্তন মন্ত্রী ভানুলাল সাহার বাড়ির পাশে তাজা বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,৭ এপ্রিল।। রবিবার প্রকাশ্য দিবালোকে প্রাক্তন মন্ত্রী বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা ভানুলাল সাহার বিশালগড়স্থিত বাড়ির পাশে কে বা কারা তাজা বোমা রেখে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্ববর্তী বাড়ির এক মহিলা বোমাটি দেখে ফেলায় অল্পেতে রক্ষা মিলেছে। কোন কারণে বিস্ফোরণ ঘটলে ভয়াঙ্কর আকার ধারণ করতে বলে অভিমত ব্যাক্ত করেছেন স্থায়ীয়রা। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে সন্ত্রাসের মাত্রা ততটা তীব্র হচ্ছে। ফের বোমাতঙ্কে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশালগড়ে। রবিবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ বোমা নিক্ষেপ হয়েছে বিধায়ক ভানুলাল সাহার দেওয়াল ঘেঁসা বাড়ি দুলদুল সেন গুপ্তের বাড়িতে। যদিও বোমাটি বিস্ফোরণ হয়নি। তরতাজা বোমা দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন গৃহিনী স্মৃতি সেনগুপ্ত। তার চিৎকারে ছুটে আসেন পাড়া পড়শিরা। ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশও। পরে বোমাটি নিস্ক্রীয় করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিধায়ক ভানুলাল সাহা বলেন, রবিবার বিকেল নাগাদ তাঁর বাড়িসংলগ্ন বাউন্ডারির পাশে কে বা কারা তাজা বোমাটি রেখে যায়। এটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ পশ্চিম আসনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। আগামীকাল ১-পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে পোষ্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ ১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের জন্য আগামীকাল পোষ্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়া হবে। রাজ্যের আটটি জেলারই ফ্যাসিলিয়েশন সেন্টারগুলিতে ভোট গ্রহণ করা হবে। আগামীকাল কেউ ভোট দিতে না পারলে পরশু দুপুর ১টা পর্যন্ত তিনি ভোট দিতে পারবেন। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যারা ভোট দিতে পারবেন না তাঁদের পোষ্টাল ব্যালট ডাকযোগে পাঠানো হবে। আবার ডাকযোগেই তা ফেরৎ আসবে। আজ সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরুণীকান্তি এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, নাগাল্যাণ্ডে টি এস আর-র যে সমস্ত আধিকারিক এবং কর্মী গেছেন তাদের পোষ্টাল ব্যালটও ডাক যোগেই পাঠানো হবে। তিনি জানান, পোষ্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ সম্পর্কিত একটি সার্কলার গতকালই জারী করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থীদেরও অবহিত করা হয়েছে। সি ই ও জানান, আজ আমবাসায় ২-পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৭৯ ▫ ৮ এপ্রিল ২০১৯ ইং▫ ২৪ চৈত্র ▫ সোমবার ▫১৪২৫ বঙ্গাব্দ

মোদির বিরল ইতিহাস

ত্রিপুরার মানুষ আজ গর্ব করিতে পারেন। এতকাল কোনও প্রধানমন্ত্রী পারতপক্ষে এই প্রত্যন্ত রাজ্য সফরে আসিতেন না। কিন্তু, গত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে এরাজ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদি বেশ কয়েকবার ত্রিপুরায় পদার্পন করিয়াছেন। এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী এইভাবে দলের নির্বাচনী প্রচারে ঝাপাইয়া পড়িবার নজীর নাই। শুধু তাই নহে, অতীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা মাঝে মধ্যে রাজ্য সফরে আসিতেন এবং সরকারী প্রোগ্রাম সারিয়াই ফিরিয়া যাইতেন। কিন্তু, মোদি সরকারের মন্ত্রিরা ঘন ঘন রাজ্য সফরে আসিয়াছেন। সরকারী কর্মসূচীর পরে দলীয় কাজেও অংশ নিয়াছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠন ও দল সম্পর্কে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই যে সক্রিয়তা অন্য কোনও দল বিশেষ করিয়া কংগ্রেসে আছে ত্রিপুরাবাসীর এই অভিজ্ঞতা আছে মনে হয় না। ত্রিপুরায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং রাজ্য সফরে আসিলেও সরকারী কর্মসূচীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়াছেন। রাজ্যে দলের নির্বাচনী প্রচারে ডঃ মনমোহন সিংকে ত্রিপুরাবাসী দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শুধু তাই নহে, রাজ্যের নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে ত্রিপুরার মানুষ পাইয়াছেন এমন নজির আছে কিনা সন্দেহ। আসলে ত্রিপুরার মাটি ছিল কংগ্রেসের। প্রাচীন এই দল হেলায় বা রাজনীতির সংকীর্ণতায় বা কেন্দ্রের ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার বাধ্যবাধকতায় ত্রিপুরার প্রতি কংগ্রেস হাইকমান্ড ছিলেন অনেকটাই উদাসীন। সেই সুযোগই কাজে লাগাইয়াছেন বিজেপির মূল কান্ডারী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ত্রিপুরা জয় করিয়াছেন। ১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধী নির্বাচনী লড়াইয়ে ত্রিপুরায় ইতিহাস তৈরী করিয়াছিলেন। কংগ্রেস যুব সমিতি জোট ত্রিপুরায় ক্ষমতায় বসিয়াছিল। যদি কেন্দ্রে পিভি নরসীমা রাও'র সরকার সিপিএম এর সমর্থনে ক্ষমতায় না থাকিত তাহা হইলে ত্রিপুরার রাজনীতি অন্যকথা বলিত। এই ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় বসিবে এক দেড় দশক আগে কেউ কল্পনাও করিত না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই এক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। জিরো হইতে দলকে হিরো বানাইয়াছেন এই ত্রিপুরায়। এইজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আজও ত্রিপুরায় মাত্র দুইটি আসনের জন্য এরাজ্যে প্রচারে ছুটিয়া আসিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার উদয়পুরের সমাবেশে ভাষণ দিয়াছেন। ত্রিপুরায় কংগ্রেস দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় ছিল। কেন্দ্রেও কংগ্রেসের শাসন। কিন্তু, পারত পক্ষে তখন কোনও প্রধানমন্ত্রীকে ত্রিপুরায় আসিতে দেখা যাইত না। এই ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও সফর করিয়াছেন। কিন্তু, নরেন্দ্র মোদি সবাইকে ছাপাইয়া গিয়া বিরল ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

এইবারের লোকসভা নির্বাচন সব দিক দিয়াই অনেক বেশী গুরুত্বের। এই প্রথম বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় নির্বাচন। বিরোধী দলগুলি কার্য্যত নিষ্প্রভ। ঘুমন্ত কংগ্রেস নির্বাচনের আগে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রদ্যুৎ কুমার প্রদেশ সভাপতি নিযুক্ত হওয়ায় দলে কিছু প্রাণের সাড়া দেখা যাইতেছে। বিজেপি দল হইতে আসিয়াই সাধারণ আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী কতখানি হাওয়া অনুকূলে পাইয়াছেন বলা মুশকিল। সিপিএম প্রার্থীরা আক্রান্ত হইয়াও ময়দান একেবারে ছাড়িয়া দিতেছে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকিবে কিনা সেই প্রশ্ন উকি মারিতেছে। বিরোধীরা যখন কার্য্যত শক্তিহীন, কর্মীরা ঘরবৈঠা তখন ক্ষমতাসীন বিজেপির বিজয় রথ কে আটকাইবে? তবু, প্রধানমন্ত্রী কোনও ঝুকি নিতে চান নাই। এই প্রত্যন্ত রাজ্যে প্রচারে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কারণ, রাজ্যে বিজেপির এক বছরের বেশী সময়ের শাসনে জনমনে কি ধারণার জন্ম নিয়াছে এই প্রশ্ন তো আছেই। এইবারের নির্বাচনে জনমত কোন দিকে তাহা বুঝা যাইবে? ত্রিপুরায় বিজেপির শাসনে ত্রিপুরাবাসী কি কি সুবিধা পাইয়াছেন, উন্নয়ন কতখানি হইয়াছে ইত্যাদি দীর্ঘ বয়ান দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। এখন ভোটদাতাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া তাহা জানিতে অন্তত ফলাফলের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। তবে, একথা জোরের সঙ্গে বলা যাইতে পারে দলের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির সক্রিয়তা বলিতে গেলে তুলনাহীন।

কোচবিহারের পুলিশ সুপারকে ''হুমকি'' দিলেন মুকুল রায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স):মঞ্চে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সামনেই কোচবিহারের পুলিশ সুপারকে ''হুমকি'' দিলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। রবিবার কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ওই একই ময়দানে সভা করার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পাশাপাশি মঞ্চ বাঁধা থেকে শুরু করে সভামঞ্চে পতাকা লাগানো, সব নিয়েই প্রশাসনের সঙ্গে সংঘাত হয়েছে রাজ্য বিজেপির। আর এই বিষয় নিয়ে এদিনের সভা থেকে সরাসরি কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপারকে কার্যত হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। সেইসঙ্গে এই ঘটনার জন্য তোপ দাগেন জেলার রিটার্নিং অফিসারের উদ্দেশেও। প্রধানমন্ত্রীর সামনেই মুকুল রায়ের ''দেখে নেওয়ার'' হুমকি ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বিতর্ক।

এর আগেও বারবার বিজেপির সভার অনুমতি নিয়ে রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে বিরোধ হয়েছে রাজ্য বিজেপির। কখনও মালদায় অমিত শাহের সভার জন্য মাঠ না পাওয়া নিয়ে, তো কখনও কাঁথিতে সভার অনুমতি না দেওয়া নিয়ে। বারবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সব সমস্যার সমাধান করেছেন মুকুল রায়। এ ব্যাপারে তাঁর উপরেই ভরসা রেখেছে বিজেপি শীর্ষনেতৃত্বও। নিজের সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয়ও দিয়েছেন মুকুল রায়।

১১ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে এদিন দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যে আসেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে আজকের প্রধানমন্ত্রীর সভার আগে সভাস্থল ঘিরে মাথাচাড়া দেয় বিতর্ক। মঞ্চ বেঁধে মাঠ দখলের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এরপরই নির্বাচনের কমিশনের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। তারপরই তৃণমূলের বাঁধা মাচার একাংশ খুলে ফেলে প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করে বিজেপি।

এদিন সেই প্রসঙ্গেই কোচবিহারের পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মুকুল রায়। প্রধানমন্ত্রী যখন মঞ্চে উঠছেন, তখন বক্তব্য রাখছিলেন একদা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড মুকুল রায়। প্রধানমন্ত্রীর সামনে বেশি কিছু বলার ধৃষ্টতা তাঁর নেই, এ কথা বলার পরেই এই প্রসঙ্গ তুলে আনেন তিনি। বলেন, 'এই সভার অনুমতি দেওয়াকে কেন্দ্র করে কোচবিহার জেলার রিটার্নিং অফিসার কৌশিক সাহা ও পুলিশসুপার অভিষেক গুপ্ত যে নোংরামি করলেন তা মনে রাখুন'। নরেন্দ্র মোদীর সামনেই মুকুল রায়কে বলতে শোনা যায়, 'প্রধানমন্ত্রীকে সামনে রেখে বলতে চাই, এই জেলার রিটার্নিং অফিসার কৌশিক বাবু এবং এই জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা। আপনারা পারলে আপনাদের গায়ের উর্দিটাকে খুলে ফেলে দিন। এই সভা করার জন্য যে নোংরামি করলেন, সেই নোংরামি কিন্তু মনে রাখব'। এরপরই একেবারে ''হুমকি''র সুরে মুকুল রায় বলেন, 'অভিষেক গুপ্তা, আমিও ১০ বছর রাজনীতিতে থাকব। তুমি কত বড় এসপি আমরা দেখব'। মুকুল রায়ের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এর পাশাপাশি এদিন ফের মুকুল রায় অভিযোগ করেন, 'পঞ্চায়েত ভোটে ৭০ হাজার মানুষ ভোট দিতে পারেনি'। আবারও সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে সরব হন তিনি।

মোদীর সভায় যাওয়ার পথে মৃত্যু এক বিজেপি কর্মীর

কোচবিহার, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে মোদীর সভায় যাওয়ার পথে গাড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু এক বিজেপি কর্মীর ঊ আজ রবিবার কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে নরেন্দ্র মোদীর সভা ছিল।দুর্ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের চান্দামারি এলাকায়। পাশাপাশি সভাতে যাওয়ার পথে আহত হন ১০জন কর্মী।

মৃত ব্যাক্তির নাম প্রভাস মণ্ডল। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সকাল থেকেই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন ছুয়ের পাতায়

রাজনীতিকরা না পাওয়ার ক্ষোভ সামলাতে পারন না, নিত্য চিত্ত ক্ষোভর শিকার

অচিন রায়

এবারের জাতীয় ঘোষণার পরপরই একটি উদ্বিগ্ন প্রশ্ন সকলের মনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল—ওকি এল, ওকি এল না, ওকি পেল, ওকি পেল না। অর্থাৎ আসন্ন ভোট যুদ্ধে প্রার্থী হতে পারল কি পারল না। অনেক পার্টিই যখন দরবারি কূটকৌশলে তাদের বিজয়ী রত্নকে আর ভোটযুদ্ধে পার্টিরত্নরূপে গ্রহণ করতে রাজি নয়, তখনই আসে পরিবর্তনের পালায় নতুন চারণভূমির সন্ধান। কেননা দেশসেবার অধিকারকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারে না। এমনই এক বিষম পরিস্থিতিতে আমাদের বিহারীবাবু, শটগান অবশেষে একটি 'সাঁচ্চা সর্বভারতীয় পার্টিতে যোগদান করে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু অনেকেই তাঁর মতো ফিল্মি ঢংয়ে সাহসী হতে পারে না, সেটাই একটা সমস্যা।

দেশসেবার অধিকার আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত কিনা জানি না, কিন্তু এটা যে মানবিখ অধিকারের অঙ্গ সেকথা অস্বীকার করা যায় না। পরাধীন ভারতের দেশসেবার সঙ্গে স্বাধীন দেশের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। তখন দেশসেবা করতে গেলে হয় ফাঁসিকাঠ, নয় কালাপানিপার কিংবা জেল পরিদর্শনই সার হতো। কিন্তু এখন স্বাধীন ভারতে জাগে নবীন, সকলেই দেশে উন্নয়নের জন্য বলিপ্রদত্ত। আর একথা সত্য যে ব্যক্তির উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেই আত্মনেপদী বিকাশের জন্যই বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের এত প্রয়োজন । এবং গণতান্ত্রিক ধারায় ভারতের মৌল অবদান হল, ভোটের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন-যেনতেন প্রকারেণ। সেই জন্যই ভোট বড় বালাই এবং ভোটে দাঁড়াতে না পারলে জীবনই বৃথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। কিন্তু কোথায় শিখব, সেকথাটা তিনি বিশেষিত করেননি। বর্ণপরিচয় শিখতে গেলে যেতে হবে পাঠশালায়, কাঠের মিস্ত্রি হতে গেলে যেতে হবে পাঠশালায় কাঠগোলায়, যোগাসন শিখতে গেলে যোগগুরুর সন্ধানে, মন্ত্রসিদ্ধি শিখতে গেলে অবশ্যই আশ্রমে। কিন্তু যাঁর জীবন জনসেবার জন্য বলিপ্রদত্ত, তাঁর শিক্ষা নিশ্চয়ই হবে জনসেবকদের নির্বাচিত আখড়ায়। কেননা জনসেবক উপযুক্ত না হলে তেনার কথা লোকে শুনবে কেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, লোককে বশ করার জন্য একটা চারপাশ চাই। জনসেবার সেই চারপাশ সংগ্রহের জন্য তো, ভোটের লাগিয়া পরাণ সঁপিনু বটে কিন্তু টিকিট না পেলে হায় সকলি গরল ভেল।

লোকে বলে, দেশে অনেক কিছুর অভাব আছে। যেমন বেকারি, গরিবি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অসাম্য কিন্তু দেশসেবকদের অভাব আছে এমন কথা কেউ ভুলেও উচ্চারণ করেনি। রামচন্দ্রে সেতুবন্ধনে কাঠরেনালি ধুলোয় গড়াগাড়ি দিয়ে সাহায্য করেছিল বটে, কিন্তু তাতে লঙ্কাবিজয় হয়নি, তার জন্য রাম-লক্ষ্মণের প্রয়োজন হয়েছিল। ঠিক তেমনই আমাদের মধ্যে দেশসেবকদেরও প্রকারভেদ আছে। যেমন একজন আছেন, যিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়া যথার্থ দেশসেবা করতে নাকি অপারাগ। সত্যিই তো সাগরপাড়ি দেওয়ার জন্য যিনি প্রস্তুত তাঁকে মান্দাসের ভেলা ভাসানোর দায়িত্ব দেওয়া এক ব্যর্থ পরিহাস মাত্র। তিনি উপনিষদের বাণী ঠিক বুঝেছেন—নাপ্লে সুখমস্তি অল্পে সুখ নেই। ইনি আর কেউ নন, স্বয়ং গান্ধি নবকুমার।

সম্প্রতি যুবরাজ থেকে প্রোমোশন পেয়ে জননীর আশীর্বাদে তিনি কংগ্রেস (গান্ধি) প্রাইভেট লিমিটেডের প্রধান পদে উন্নত হয়েই এমন কলবর আরম্ভ করেছেন যে, লোকে তাজ্জব। মিডিয়ায় মহা মহা নিরপেক্ষ পণ্ডিতরা বলছেন, 'আহা মরি মরি, শুনো রাখো হরি, Rage হবে হিরো'। কারণ Rage has evoled ইংরেজি বুজরুকি evolution বা Involution -এর তত্ত্ব বিশেষ বোধগম্য নয়, কিন্তু উচ্চকিত শব্দকল্লোলে যে বান ডেকেছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এই গান্ধি নবকুমার রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়েই বলেছিলেন, আমি ইচ্ছে করলে যে কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারি। কিন্তু হায় মহান ইউপিএ সরকারের আমলে দু-দুবার তীরে এসে তরী চড়ায় ঠেকে গেলে। কেননা তাঁর বালখিল্য দশা না ঘোচায় সজ্জন মনমোহন সিংকে দিয়ে প্রক্সি দিতে হল।

কিন্তু এবার যে তিনি লায়েক হয়েছেন সেটা তাঁর গনউন্নয়নী বজ্রনির্ঘোষেই মালুম হতে বাধ্য।' একত্ববাদী স্বৈরতান্ত্রিক' মোদিভাই -এর বিপরীতে উদার বহুত্ববাদী, জরুরি অবস্থার জননীর উত্তরসুরী একন দেশে 'গরিবি হঠাও ' এর জন্য বদ্ধপরিকর। এই গরিবি হঠানোর জনও দাদিজি জুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। তারই সুযোগ নিয়ে খুল্লতাত গরিব হঠানোর জন্য এমন নাশবিন্দির শুভসূচনা করলেন যে বৃদ্ধ জয়প্রকাশ নারায়মের মতিভ্রমে ও অপপ্রচারে দাদিজির পতনে সেই গরির হঠানোর মহান প্রকল্প বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই আরব্ধ কাজ 'ন্যায়-প্রকল্পে' মাধ্যমে পূরণ করার জন্যই কংগ্রেসী কুলতিলক দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।সকলেই বলেছেন, এমন 'ন্যায় প্রতিষ্ঠা' একমাত্র এই গরিবের মুক্তিদাতার পক্ষেই সম্ভব। শুধু ভোটটি আমার চাই।

হে ভারত ভুলিও না, এই ন্যায়-প্রকল্পের উদ্‌গাতা ন্যায়রত্ন মশাইকে ভোট দিতে, যাতে দেশে গরিবের স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হয়। সুট বুট কি সরকারকে এক হাত নিতে এই গরিবের ভগবান সারা ভারত দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন সরবে, চৌকিদার চোর হ্যায়। কেননা তাঁরমনে থাকার কথা যে, একদিন বোফর্স কেলেঙ্কারিতে রব উঠেছিল, 'গলি গলি মে শোর হ্যায় রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়'। দক্ষিণি কাগজের অতি দক্ষ সন্ধনী সাংবাদিক চিত্রা সুব্রহ্মমণিয়াম খুব স্পষ্ট করে প্রতিপাদন করেছিলেন, বোফর্স দালালির টাকা, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ইতালিয়ান অতিথির নামে কীভাবে ব্যাঙ্কে জমা হয়।

রাজীবের মৃত্যুর নরসিমা রাও এবং কৃতজ্ঞ অটলবিহারীর সরকারি বদান্যতায় সেটি ধামাচাপা পড়ে যায় এবং অবশেষে ইউপিএর আমলে কুতক্রী কুত্রোচ্চি লন্ডন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নাচতে নাচতে ইতালি গমন করেন। তারপর থেকেই অভিজ্ঞতা থেকে একটা ধারণা হয় যে ডিফেন্সের কেনাকাটা হলেই সেখানে হয় কুত্রোচ্চি মামা না হয় মাইকেল মামার অবস্থান অনিবার্য। এই রাফাল ডিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বা সিএজি যাই বলুক , যদি তার মধ্যে কংগ্রেসি রাজ্যের মতো খাইয়ে দেওয়া পাইয়ে দেওযা কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই তা অনুসন্ধানযোগ্য। 'স্বৈরতান্ত্রিক গেরুয়াবাদীদের বাদ দিয়ে দেশে মুক্তিবুদ্ধির যোগ্য লোকের অভাব এনই, রাজনীতি না করে তা নিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি দিলেই অবশ্যই থলে থেকে বেড়ালটা বেরিয়ে পড়তে পারে। এই ব্যাপারে প্রাক্তন সাংবাদিক তথা মন্ত্রী অরুণ শৌরি তার সন্ধানী অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেনি। কিন্তু মিথ্যে কথা নিয়ে যতই চিলচিৎকারের রাজনীতি করা থাক না কেন তা দিয়ে আপাত সুবিধে হতে পারে কিন্তু তার অবদারিত ফল হয় নেতত্বের বিশ্বাসঘাতকরা অভাব।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, 'ন্যাশনাল হেরাল্ড'-এর জোচ্চুরির অভিযোগে এই গরিবের ভগবান ও জননী ভগবতী দুজনেই আদালতের বেল পেয়ে ছাড়া আছেন। আর জামাইটি তো আবার তৈরি ছেলে, রোজ চঞ্চকতার অভিযোগে পুলিশে হাজিরা দিতে হচ্ছে। হাতের কাছে তুলনীয় আরও একটি পরিবার আছে, যেখানে প্রাক্তন দক্ষিণী অর্থমন্ত্রী, তাঁর জায়া এবং সুপুত্র সকলেই তঞ্চকতার দায়ে অভিযুক্ত। তাই স্বাভাবিকভাবেই, স্বৈরতান্ত্রিক মোদি কিছু না কিছু করেছেই, একথাটা গোয়েলবাসীয় বা স্ট্যালিনিয় প্রথায় বারংবার উচ্চারণে ভোটারদের কব্জা করতে পারলেই বোধহয় কেল্লাফতে। যেমন মহান বামপন্থীরা এক সময় অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের নামে করেছিল। এই সত্যবাদী যুধিষ্ঠিররা আসানসোলে অতুল্য ঘোষের নামে পাকিস্তানের একেন্ট প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করেছিল, প্রফুল্ল সেনের বিয়ে দিয়েছিল মায়া ব্যানার্জির সঙ্গে এবং অতুল্য, প্রফুল্ল নাকি চুরির পয়সায় স্টিফেন হাইস কিনেছিল। এইসব রসালো খবরে বামপন্থী মহলে সে কী উল্লাস, যদিও তখন বামফ্রন্ট মসনদে বসেনি বলে গুণ্ডারাজ গেড়ে বসেনি। সেগুলি যে ডাহা প্রচারপুষ্ট মিথ্যা, বামপন্থী গুণ্ডা রাজনীতির প্রতিষ্ঠার জন্যে, সেকথা পরে স্বীকৃত হয়।

আসলে কে সৎ আর কে দুর্নীতিগ্রস্ত তা স্পষ্টই প্রতীয়মান। যেমন মনমোহন সিং-এর আমলে ব্যাপক স্ক্যাম হলেও তাঁর নামে কেউ কলঙ্ক কেউ বিশ্বাস করে না। ঠিক যেমন কংগ্রেসি ডিফেন্স মিনিস্টার অ্যান্টিন। কিন্তু চোরের মায়ের বড় গলা চিনতে লোকের কোনও বেগ পেতে হয় না। চা-ওয়ালার ছেলে সুট বুক কি সরকারের প্রধান মোদির মা কিন্তু বিশ্বের অন্যতম ধনী নন, লন্ডনের রাস্তায় ঘুরে বড়ানো অবস্থা তেকে। মোদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সময় থেকে তাঁর মা বলেছিলেন, সরকারের গিয়ে ওসব যেন করো না।

তাই মোদির মা রাজসিংহাসনে বসেননি, তাঁর অস্বীকৃত স্ত্রী সেই স্কুল শিক্ষিকা। তাঁর ভায়েরাও কালী মাইকি- কৃপায় আঙুল ফুলে কলাগছ হননি। মোরি ভাই ভাতিজা কেউ রাজনীতি করতে আসেননি। সবচেয়ে বড় কথা, মোদি সরকারের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও স্ক্যামের কোর্টকেস নেই। অরুণ জেটলির নামে দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

বহু নিন্দিত নরেন্দ্র মোদি কিন্তু মনিশঙ্কর আইয়ারের কথায় শাহজাহানের পরঔরঙ্গজেবের মতো ভারতের বাগ্য বিধাতারূপে দেখা দেননি। এক দশকের প্রচারিত 'মত্ততা কা সত্তদাগর' কী আশ্বর্য বলে ভারতের উন্নয়নের সত্তদাগররূরে দেখা দেন, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' এক জাদুমন্ত্রে। পাঁচ বছরের সালতামামিতে নাকি দেখা গেছে, সবকা হয়েছে, না ঘাটক না ঘরকা এবং বিকাশ হয়েছে একমাত্র 'মল'কালচারের দরজা বন্ধে। অন্যে যে যাই বলুক, আমি কিন্তু খুব খুশি। কেননা একবার বোরবেলায় শতাব্দী এক্সপ্রেসে চণ্ডীগড় যাওয়ার পথে দিল্লি স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার পর দেখি দুপাশে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সার সার প্রাকৃতিক কার্যে ব্যস্ত প্রায় মাইলখানেক জুড়ে। সেদিনই আমি ভারতের উন্নয়ন মহিমায় আপ্লুত হয়েছিলুম।

তবে প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের দিশা এই শৌচালয়ে সীমাবদ্ধতার কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়। তবে সেই 'সঙ্কীর্ণদৃষ্টি' মোদি যখন বশংদর অমিত শাহকে সঙ্গে নিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার শুধু নয়, দলেও যথেচ্ছাচার করেন তাহলে আর সহ্যের সীমা থাকে না। তাই তিনি যে একদিন গেরুয়া দলের বিকাশপুরুষ লালকৃষ্ণ আদবানিকে সাংসদ হওয়ার টিকিট না দিয়ে জনসেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন, তাতে তাঁর ধৃষ্টতা দেখে লোকে অবাক। তবে একটাই কথা, লোকে এই ঘোরতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর।

হতে পারে লালকৃষ্ণের বয়স নব্বই পেরিয়েছে তাই বলে পার্টি ও দেশে তাঁর অবদানকে অস্বীকার করে তাঁক till khalia comes অবধি কি অপেক্ষা করা যেত না। একইভাবে মুরলীমনোহর যোশী বা যশোবন্ত সিনহাকে মোদির বিজেপি অবহেলা করেছে। এর আগে রাজস্থানী জেনারেল যশোবন্ত সিং, নিজের রাজ্যে পাত্তা না পেয়ে 'দার্জিলিঙের দোর্খাল্যান্ড দাবিতে নাকে মধু লাগিয়ে বিরাট অকর্মের পরিচয় রেখে যখন পুনর্বার সাংসদ হওয়ার টিকিট থেকে বঞ্চিত হন তখন পুনর্বার সাংসদ কেঁদে ফেলেছিলেন। হওয়াটা যেন হয় তাঁর জন্মগত অধিকার। বাংলায় এক মহান সিপিএম নেতা আচার্যিমশাই নিজ এলাকা থেএক ছয়বার সাংসদ হয়েও তবু ভরিল না চিত্ত। অবশেষে পরাজিত হতে তখন বাধ্য হলেন শুনতে , আর না দাদা গানটা থামাও লক্ষ্মী। এই আচার্যি মশায়ের তিন দশক সাংসদ থাকাকালে সেখানে যেমন সোনা ফলে যায়নি তাঁর প্রস্থানেও সেটা উর্বর মরুভূমি হয়নি। আসলে পার্টির বংশদর এরা থাকলেও যা, না থাকলেও তা।; কিন্তু লালকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেখথা খাটে না। অটবিরাহীর সঙ্গে একসঙ্গে সিনেমা দেখা ও রাজনীতি করা এই আদবানিজি ক্রমে দলের শীর্ষে আরোহন করেন। পারস্পরিক সহযোগিতায় অটলবিহারী ও লালকৃষ্ণ সফল নেতৃত্ব বহু সমালোচিত হিন্দুত্ববাদী দলকে, রাজনীতির মূলধারায় আনয়ন করেন ও ক্রমে সংসদে অন্যতম প্রধান দলে পরিণত করেন। দুজনের নেতৃত্বে একটি পার্থক্য ছিল এই, সংগঠন দক্ষ আদবানি যদি হন কট্টরপন্থী তাহলে বাগ্মী পার্লামেন্টারিয়ান অটলবিহারী ছিলেন মধ্যপন্থী।

ইতিমধ্যে আদবানি সোমনাথ থেকে রামরথ যাত্রা করে বিহারে এসে থেমে এবং তারপরে বাবরি মসজিদ ধ্বংস কাণ্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলে দলে জনপ্রিয় হলেও দলের বাইরে সমর্থন হারান। তবে আদবানির জীবন প্রথম মারাত্মক রাজনৈতিক আঘাত আসে যখন তিনি উদাহরণ সাজতে গিয়ে পাকিস্তানে জাতীয় নেতারূপে জিন্নাহর প্রশস্তি করেন। সেটাই আদবামির কাল হয় এবং দেশে ফিরে দলে ও সঙেঘ প্রবল প্রতিবাদের মুখে তাঁকে বিজেপির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। সেটাই আদবানি রাজনৈতিক জীবনে শেষের শুরু। অনেকে ভাবেন, আদবানির রথযাত্রা ও বাবরি মসজিদ ধ্বংস---যার মামলা এখনও ঝুলে আছে---বিজেপিকে এগিয়ে দিয়েছে, তার সম্বন্ধে অন্য অনেকের সন্দেহ আছে। কেননা বাবরি ধ্বংসের পর পরই উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার পরাজয়ে পর্যুদস্ত হয়। এবং অটলবিহারীর প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনাতেই বিজেপি আবার জনমানসে স্থান পায়। আসলে রাজীব গান্ধির অপরিণত বুদ্ধির অপরিমাণদর্শিতায়, শাহবানো মামমলায় সংবিধান সংশোধন, মানুষকে অন্যায় মোল্লা তোষণের বিরুদ্দে ক্ষুব্ধ করে তোলে। বাবরি ধ্বংসের পর, কিন্তু রারজন্মভূমির রাজনীতি শেষ। এরই মাঝে কংগ্রেসের বিপর্যয়ে অটলবিহারীর সমদর্শী নেতৃত্ব বিজেপি, একবার দুবার, তারপর তিনবারের বার কেন্দ্রে সফল সরকার গড়ে তোলে।

এদিকে লৌহপুরুষ লালকৃষ্ণ আদবানি, একবার পাকিস্তানে যেমন হিমালয়ান ব্লান্ডার করেন তেমনি বাংলাদ্রেদশে হিন্দু বিদ্বেষী বিএনপি আমলে নিপীড়িত হিন্দুদের সমস্যা সম্বন্ধে আদবানিকে জানালেও তাঁর কোনও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। অটলবিহারীর পর লালকৃষ্ণ বিজেপির নেতৃত্বে আবার অধিষ্ঠিত হন কিন্তু সফল নেতৃত্বের কোনও দিশা দেখাতে পারেননি।

তাঁর ব্যর্থতার পর পর দুবার ইউপিএ সরকারের সময় পার্লামেন্টে দিনের পর দিন অকারণে কর্মবন্ধের হোতা। তাঁর ব্যর্থ নেতৃত্বের ভূমিতেই দলের পরিত্রাতারূপে সর্বনিন্দিত মোদির উত্থান কিন্তু সেটা তিনি প্রসন্নমনে মেনে নিতে পারেননি। পরিণত বয়সে যদি অকুণ্ঠিত অন্তরে বিদায় নিতে না পারা যায় তাহলেই পরিত্যক্তের বেদনা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ক্রন্দনরত যশোবন্ত সিংয়ের মতোই আরও এক যশোবন্ত কিন্তু জীবনে বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও আরও পাওয়ার লোভ সামলাতে পারেননি। আমি যখন দিল্লিতে, যশোবন্ত সিহা তখন ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি। তারপরে তাঁর বিজেপিতে যোগদান, বিদেশমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, কিন্তু সাধ না মিটল আশা না পুরিল। যদিও কৃতী সন্তান জয়ন্ত সিনহা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রী কিন্তু তাঁর আকাঙক্ষার আর শেষ নেই। অর্থ ও পদের ক্ষমতা থেকে বিযুক্ত হয়ে তিনি নিত্য চিত্ত ক্ষোভের শিকার।

(সৌজন্যে দি স্টেটসম্যান)

র‍্যাঁদা হাতে বয়স্ক শ্রমিকের পোর্ট্রেট

শুভময় মিত্র

পূর্ব প্রকাশিতর পর

নামী চিত্রকররা এসেছিলেন জাজিং করতে হবে না--- এই আশ্বাস ছিল বলে। ওই ছবি দেখে ওঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। যেখানে যে রং হওয়ার কথা, তা না ব্যবহার করার উৎকর্ষ বা বিফলতা নিয়ে তর্ক জমে উঠল। কেউ বললেন, 'ছোট ছেলে, জানে না কিছু, উল্টোপাল্টা শিখিয়েছে কেউ, না বুঝে বেয়াদপি করছে। এটা অ্যাকসেপ্টেব্‌ল নয়।' অন্যজন বললেন, 'তোমার চোখে হদুল, ওর চোখে সবুজ। ওরাং ওটাংকে কেউ যদি ময়ূর ভাবে তো ভাবুক না, থাবা মেরে থামিয়ে দেব কেন?' একজন বললেন, 'ও রং চিনতে ভুল করছে বা ভুল দেখছে, সেটা বোধহয় সত্যি নয়। এই বর্ণবিপর্যয় ঈর্ষণীয়'।

(৩)

গেট খোলাই আছে। পুটপাত তেকেই কিছু ফুলের পাপড়ি ছড়ানো অবস্থায় চলে গিয়েছে ভিতরদিকে। ইতস্তত করছিলাম, কারণ গেটের ওপর লেখা আছে 'ব্লাউন্ড স্কুল'। হাসিখুশি একটা ছেলে বলল, 'আসুন না, ভিতরে চলে আসুন।' এগোলাম। অন্ধ ছেলেমেয়েরা দোল খেলবে। রং দিয়ে নয়, ফুল দিয়ে। শুনেই ভাল লাগল। এগিয়ে গিয়ে দেখি, একজায়াগায় বেশ ভিড়---আমার মতো দর্শক, প্রেসের এবং অ্যামেচার ফোটোগ্রাফারবারও এসেছেন। মাঝখানে অন্ধ ছেলেমেয়েদের সুন্দর করে শাজিয়ে দেওয়া হয়েছে---পরস্পরকে সম্ভবত

দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু হাসিঠাট্টা, গল্প করছে সবাই মিলে। উত্তেজনা চাপা থাকছে না। প্রচুর ফুলের ও ব্যবস্থা হয়েছে। গোষণা কার হল, অনুষ্ঠান শুরু হবে। সবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রথমে গান। একজন একজন করে এল হাত ধরে।

গাইল। বসন্তের গান। রবীন্দ্রনাথের গান। কয়েকটা গানের পরই দেখলাম, ওরা আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না। পুল খেলাটা কখনও হবে? চমৎকার লাগল স্বেচ্ছাসেবীদের দেখে। ওরা খেয়াল রাখছে, কেউ যেন পড়ে না যায় না লাগে। ঘোষণার পরেই সবাইকে গোল করে দাঁড় করাতেই হল। এগিয়ে দেওয়া হল হালকা থালাভরা প্রচুর ফুলের পাপড়ি। ব্যগ্র হয়ে সবাই স্পর্শ করল। করতেই ঝলমল করে উঠল সবার মুখাবয়ব। ফেটে পড়নল আনন্দ। হাত বাড়ালেই ফুল। রাশি রাশি ফুল। স্বেচ্ছাসেবকরা তো বটেই, দর্শকরাও মিশে গেল সবার সঙ্গে। তারাও ফুল তুলছে, ভরে দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের হাতে। ছুড়ে দিচ্ছে আকাশে। ক্রমাগত ফুলের তুবড়ি নেমে আসছে অবিন্যস্ত ঝরনার মতো সবার ওপরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গালিচার ওপর নতুন এখ আচ্ছাদন তৈরি হয়ে গেল। সবুজেরওপর হলুদ-কমলা গাঁদারছিটে ঘন হয়ে উঠল। আবার তোলা হতে লাগল মাটি থেকে।তুলে ছুড়ে দেওয়া চলল আকাশে। পুষ্পবৃষ্টিময় এই বাগানে উঠল 'হোলি হ্যায়' বর একবার ভাবলাম, আমিও খেলি। তারপর কী মনে হল, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখতে লাগলাম।

খুব ছোটদের দেখে মনটা খারাপ হয়ে গিল। ঠিক বুঝতে পারছে না কী ঘটছে, তারাই বা কী করতে পারে! তাদের মা-দিদিরা আগলে ধরে, পরম যত্নে ফুল ভরে দিচ্ছেন ছোট্ট মুঠিতে। একটি বাচ্চা জিগ্যোসও করল---'কী ফুল?' তার মা বললেন, 'ছুড়ে দে, আবার দিচ্ছি।' বড়দের ব্যাপারটা অন্যরকম। স্রেফ বড় হয়ে ওঠার দরুণ তাদের মনে প্রশ্ন কম । বড় মেয়েদের লাফালাফি নেই। ওরা নিশ্চিন্তে পুষ্পগ্রহণ করছে দিদিদের কাছ থেকে। পেয়েই ছুড়ে দিচ্ছে এদিক -ওদিক। বিশেষ কাউকে তো আর দিতে পারছে না! তবুও উপচে পড়ছে খুশি। ছেলেদের দাপাদাপি বাড়ছে। ফুল ছুড়ে আর অপেক্ষা নয়, হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গালিচার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর নরম পাপড়ির স্পর্শ। দু'হাত দিয়ে জড়ো করে অনুভব করছে যে, ভরে গিয়েছে হাত। অমনি দিচ্ছে ছুড়ে আকাশে। চোখে দেখতে না পেলেও পরস্পরের উপস্থিতি টের পেতে অসুবিধে হচ্ছে না। দু'হাত এগিয়ে খুঁজছে অদৃশ্য অছচ চেনা বন্ধুকে। স্পর্শে চিনতে পারা মাত্র তাকে জড়িয়ে ধরে মাথায়-মুখে মাখিয়ে দিচ্ছে কমলা ফুলের আবির। দেখতে দেখতে অনেক ভাবনা মাথায় ঘুরছিল। আমি দেখতে পাই, রং চিনি, তফাত ধরতে পারি। রং না দেখে স্রেফ ফুলের শরীরাংশকে অনুভব করে ওরা কি বুঝতে পারে গাঁদা, দোপাটি বা গোলাপের তফাত? যদি বা পারে, পেলবতার ভিন্নতা আলোহীন বা অস্পষ্ট ধূসর দুনিয়ায় কোন রঙের কল্পনা জাগিয়ে তোলে? একটি ছেলে, অন্ধ তো বটেই, শারীরিক দিক থেকেও প্রতিবন্ধ, দুর্বল চেহারার---একটু পিছনেই দাঁড়িয়ে রইল সারক্ষণ। এ -মুঠোর পাপাড়ি ও হাতে দিচ্ছিল। ও-মুঠোর ফুলএ- হাতে। আর একটা ব্যাপার। স্কুলবাড়িণ চৌহদ্দি বা পাঁচিলের দিকে নয়, সবারই দৃষ্টি ওপরে। সেখানে বসন্তরঙা ফেলা রোদের নরম আকাশ।টপকেট থেকে ফোন বেরকরলাম অন্যমনস্কভাবে, কয়েকটা ছবি তুলে রাখব বলে। ফুলদোল চলছে চোখের সামনে, স্ক্রিনেও ঝলমল করছে সেটা। ছবি তুললেই স্ক্রিনে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে রঙিন উচ্ছ্বাস। পরমুহূর্তে ফোন ক্যামেরা আবারলাইভ। রেডি। কমলাকে কমাল, সবুজকে সবুজ, চোকের ধূসর মণি নিখুঁতভাবে ধূসর। দেখছে। তুলতে বললেই ধরে রয়েছে। সুচারুভাবে সাজিয়ে রাখছে যাতে আমি পরে আবার দেখতে পাই। আর ব্লাইন্ডরা হয়তো দেখছে, ওদের বিশ্বাসের রং। স্রেফ বিশ্বাসের স্তিমিত আলোয়।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

রবিবার বিশ্ব হেলথ ডে পালিত সাড়া দেশের সাথে রাজেও। ছবি- নিজস্ব।

রায়গঞ্জ লোকসভা ভোটে দীপা-দেবশ্রী এখন দশভূজায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : রায়গঞ্জ লোকসভা বলতেই লোকের মনে ভেসে ওঠে দীপা দাশমুন্সির নাম। প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এক কালের দাপুটে নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্ত্রী হিসাবেই নিছক তাঁর পরিচিতি নয়। দীপা নিজেও নাট্যজগতের এককালের ব্যক্তিত্বময়ী অভিনেত্রী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ১৯৯১ থেকে উপর্যুপরি তিন বার এই আসনে জেতা বাম আসনটি ১৯৯৯-এ ছিনিয়ে নেন প্রিয়বাবু। ২০০৪-এও জেতেন। ২০০৯-এ জেতেন দীপা।

দীপার প্রধান রাজনৈতিক শত্রু বুঝি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের সময়ও দেখা গেছে একই চিত্র। দীপা ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ আসন থেকে জয়ী হন। তখন কংগ্রেস-তৃণমূল জোট ছিল। অভিযোগ, ওই সময়ও মমতা কংগ্রেস নেত্রীকে হারানোর চেষ্টা করেন। নির্দলী প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান তাঁর আস্থাভাজন আবদুল করিম চৌধুরীকে। করিম জয়ী হতে পারেননি। দীপা পান প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের ওপর। সিপিএমের ঝুলিতে পড়ে ৩৯ শতাংশেরও কম ভোট। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী করিয়ে করিমকে রাজ্যের মন্ত্রী করেন মমতা।

দীপার স্বামী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন বহুকাল ধরে কোমায় থেকে প্রয়াত হয়েছেন। দীপা গত লোকসভা নির্বাচনেও স্বামীর আসনে লড়েন। তাঁকে হারাতে মমতা তাঁর বিপক্ষে প্রার্থী করেন দীপার দেবর সত্যরঞ্জন দাশমুন্সিকে। অন্যদিকে বামফ্রন্ট মনোনয়ন দেয় সিপিএম নেতা সাবেক সাংসদ মহম্মদ সেলিমকে। বিজেপির হয়ে লড়েন প্রাক্তন চলচ্চিত্র অভিনেতা নিমু ভৌমিক। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর সেলিমের কাছে হেরে যান দীপা।

সেই দীপা এই গরমে একদিন তাঁত তো আর একদিন কাঞ্জিভরম, কপালে ট্রেড মার্ক সেই বড়, গোল টিপ ছুটে বেড়াচ্ছেন গোটা লোকসভা কেন্দ্রে। চা-বিস্কুটে দিনের শুরু। কোনও দিন রায়গঞ্জ তো পরের দিন গোয়ালপোখর, কোনও দিন চাকুলিয়া তো পর দিন করণদিঘি চষে ফেলছেন তিনি। দেবীনগর কালীবাড়ি থেকে "বিদ্রোহী" ক্লাবের দুর্গামন্দির- স্থানীয় সব মন্দিরেই কপাল ঠেকাচ্ছেন। এ বার এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বালুরঘাটের দেবশ্রী চৌধুরি। উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি'র সভাপতি নির্মল দাম বলেন, এই আসনে আমরাই এগিয়ে আছি। আমাদের দলের প্রার্থী দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করেন। দলের পুরনো মুখ তিনি। অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মানুষ ছিলেন। সাংগঠনিকভাবে দলের গুরত্বপূর্ণ জায়গায় তাঁর অবস্থান রয়েছে। দলের এরাজ্যের সাধারণ সম্পাদিকার মতো পদে তিনিই একমাত্র মহিলা কর্মী। আমরা প্রার্থীকে নিয়ে প্রচারে বেরিয়ে খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। ভোটারদের কাছে পৌঁছতে আমরা লিফলেট ছাপিয়ে তা বিলি করছি।

গত ২৯ মার্চ বিকেলে হেমতাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ি এলাকায় সভা ছিল দেবশ্রী চৌধুরির। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে তিন ঘন্টা বাদে পৌঁছোন অকুস্থলে। হাত জোর করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেও শান্ত করা যায়নি ক্ষুব্ধ জনতাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কান ধরে লজ্জা প্রকাশ করতে হয়। এটাকে অবশ্য খ্যাতির বিড়ম্বনা হিসাবেই দেখছেন তাঁর অনুগামীরা। নিজের কথায়, "আমি দীর্ঘদিন ধরে দল করছি। উত্তর দিনাজপুর জেলার নেতাকর্মীরা আমাকে খুব ভালোভাবেই চেনেন। দাড়িভিটকাণ্ডের পর আমি সেখানেও গিয়েছিলাম। বছর দু'য়েক আগে জেলায় ভারী বৃষ্টির সময়ে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য জেলায় এসে কাজ করে গিয়েছি। অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় আমার জন্ম হয়েছে। জেলায় প্রার্থী হয়ে আসার পর আমি যেভাবে দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়েছি তাতে আমি অভিভূত। প্রচারে বেরিয়ে আমি খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। কেন্দ্রে বিজেপি'ই সরকার গড়বে।"

কলেজ পর্যন্ত লেখাপড়া বালুরঘাটেই। ভোটে তাঁকে স্থানীয় প্রার্থী হিসেবে প্রচার করছে বিজেপি। প্রার্থী হওয়ার পর তিনিও চষে ফেলছেন হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জের মতো এলাকা। এই কেন্দ্রের ভোটারদের সিংহভাগ মুস্লিম। বিজেপি-র কেল্লা ফতে করার লক্ষ্যে অঙ্কটা এই রকম তৃণমূল-বাম-কংগ্রেস ৫৯ শতাংশ মুসলিম ভোট নিয়ে লড়ালড়ি করবে। আর হিন্দু ভোটের অধিকাংশ চলে আসবে তাদের ঝুলিতে। বস্তুত একটি সুপরিচিত সংস্থার সমীক্ষাতেও প্রকাশ্যে এই দাবি করা হয়েছে।

ভোটের প্রায় দেড় মাস আগে এসি নিয়েলসনের সমীক্ষায় এই কেন্দ্রে দীপার প্রাপ্তির আশা ছিল ২৮ শতাংশ, দেবশ্রীর ৩১ শতাংশ। বাকিরা পিছিয়ে, অনেক ব্যবধানে। শেষ হাসি কোন দশভূজা হাসেন, তা দেখতে অধীর আগ্রহ নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষায় অনেকে।

কালবৈশাখীর দাপটে রবিবার ও সোমবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি, পূর্বাভাস

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : চলতি মরশুমে গত পাঁচদিনে সাতটি কালবৈশাখী এল মহানগরে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আজ রবিবার ও সোমবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চলবে। ফলে তাপের দহনের আশঙ্কা তেমন নেই। অবশ্য ভ্যাপসা গরম নাকাল করতে পারে সহরবাসীকে।

রবিবার সকাল থেকে আকাশ মেঘলা করে রয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। শনিবার দুপুর থেকে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া এলাকার উপরেও মেঘপুঞ্জ তৈরি হতে শুরু করে। সন্ধের দিকে মেঘ হাজির হয় কলকাতা ও লাগোয়া এলাকার আকাশে। শুরু হয় ঝোড়ো বাতাস, বজ্রপাত। সঙ্গে বৃষ্টি। শিলাবৃষ্টিও হয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। এ দিন বিকেল পাঁচটা সাত মিনিট নাগাদ ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে কালবৈশাখী বয়ে যায় বাঁকুড়ার উপর দিয়ে। কলকাতায় কালবৈশাখীর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৬৪ কিলোমিটার।

গত শুক্রবার ও শনিবার মিলিয়ে আলিপুরে বৃষ্টি হয়েছে ২০.৭ মিলিমিটার। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা গণেশচন্দ্র দাস বলেন, "সকালে পূর্ব নেপালের উপর একটি মেঘপুঞ্জ তৈরি হয়। তার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি চলে। পরে সেই মেঘ মালদহের দিকেও সরে আসে। সে সময় ধানবাদের আকাশে ছোট ছোট মেঘপুঞ্জ তৈরি হয়। এই দুই মেঘপুঞ্জ মিলে যাওয়ার পর তা দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বৃষ্টি দিয়েছে। একই দিনে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে এমন ঝড়-বৃষ্টি সাধারণত দেখা যায় না।"

আসলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর একটি শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উপর রয়েছে একটি বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত। এই দুয়ের প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। যার ফলে বেলা বাড়লেই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভ্যাপসা গরম। বিকেলের দিকে বৃষ্টি হওয়ায় সাময়িক ভাবে স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে।

এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। শুক্রবার রাতের বৃষ্টির হাত ধরে স্বাভাবিকের চার ডিগ্রি নীচে নেমে যায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা- ২১.৪ ডিগ্রি। মোটামুটি সোমবার পর্যন্ত এমন স্বস্তি পাওয়া যাবে, আশ্বাস আবহবিদদের।

করিমগঞ্জে বিজেপি প্রার্থীর জয় নিশ্চিত : যুবমোর্চা

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ এপ্রিল (হি.স.) : স্বাধীনতার ৭০ বছরের মধ্যে ভারতরত্ন তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর পর দেশ এক কর্মতৎপর ও নিষ্ঠাবান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীকে পেয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ভারতবর্ষ আজ উন্নয়নশীল থেকে উন্নততর দেশের দিকে তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছে। কথা গুলি বলেছেন ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি অমিত পাল। এক সাক্ষাৎকারে অমিত পাল আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেকে দেশের একজন প্রধান 'চৌকিদার' হিসেবে তুলে ধরেছেন। কংগ্রেস এ নিয়ে পরিহাস করছে। আসলে চৌকিদার শব্দের মূল পরিভাষাটাই দুর্নীতিবাজ কংগ্রেসিদের জানা নেই। যারা বোফর্স, টু-জি, স্পেকট্রাম, ন্যাশনাল হেরাল্ড, কয়লা ঘোটালা-সহ শিশুখাদ্য, গোখাদ্যি, ইন্দিরা আবাস, জবকার্ডের অর্থ লুটেপাটে খেয়েছে, তাদের কাছে 'চৌকিদার' শব্দের আক্ষরিক সংজ্ঞা না জানাই স্বাভাবিক। বর্তমানে কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা করাটা বৃথা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।জেলা যুব মোর্চার সভাপতি অমিত পাল বলেন, চৌকিদারের তীক্ষ্ণ নজরদারিতে নির্বাচনে পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছে যুব মোর্চা। তৃণমূল স্তরে ভোটারদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে, বিজেপির অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলির সঙ্গে যুব মোর্চা ব্যাপক প্রচার অভিযান চালাচ্ছে। দলীয় প্রার্থী কৃপানাথ মালাহের জয় নিয়ে আশাবাদী অমিত দাবি করেন, কংগ্রেসের দীর্ঘ বছরের লুটপাটের জবাব মিলবে এবারের ভোটে। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকারের বিভিন্ন জনমুখি প্রকল্প সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলতে যুব মোর্চা প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রচার শুরু করেছে।

কোচবিহারে 'স্পিড ব্রেকার দিদি'কে কড়া আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

কোচবিহার, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : চারদিনের ব্যবধানে ফের রাজ্যে এসে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসসহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে এক জনসভায় ভোট প্রচারে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকাল সোয়া দশটা নাগাদ হেলিকপ্টারে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে কনভয়ে সোজা চলে আসেন রাসমেলার মাঠে।মাত্র চার দিন আগেই পশ্চিমবঙ্গে জোড়া সভা করেন নরেন্দ্র মোদী। এদিন ফের কোচবিহারের মাটি পা দিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসসহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুরু থেকে আক্রমণ করে বলেন, যাঁদের নাম আমরা শ্রদ্ধা থেকে নিয়ে থাকি, তাঁদের নামে বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, মা সারদা, যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি, সেই সারদা নামে সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এছাড়া নারদ মুনির নামে নারদা ও রোজভ্যালির আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত তৃণমূল কংগ্রেস। নারদ মুনি তিন লোকে নারায়ণের জপ করত। কিন্তু দিদি সারদা-নারদায় রাজ্যকে জর্জরিত করেছেন। গরীবদের টাকা আত্মসাৎ কে করেছে সবাই জানেন। কিন্তু এই চৌকিদার এক এক টাকার হিসেব নেবেন বলে আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আগামী ১১ এপ্রিল দেশে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথমদফায় এরাজ্যে কোচবিহার ও আলিদুয়ার দুটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে। তাই লোকসভা ভোটে এবার পাখির চোখ করে জোর প্রচারে নেমেছে বিজেপি। ছয়ের পাতায়

রবিবার লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করার লক্ষ্যে রাজধানীতে র‍্যালী করেন বিজেপি বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত। ছবি- নিজস্ব।

নগাঁওয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের নির্বাচনী সভা বাতিল

নগাঁও (অসম), ৭ এপ্রিল (হি.স.) : নগাঁও জেলার জুরিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নির্বাচনী সভা বাতিল করা হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য আজ রবিবারের জনসভা বাতিল করা হয়েছে বলে জেলা বিজেপি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। আজ সকালের ভারী বৃষ্টিপাতের প্রভাব পড়েছে গোটা জেলায়। সভাস্থলে বৃষ্টির জল জমে যাওয়ায় বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, এই একই সভাস্থলে আগামীকাল সোমবার বিকেল তিনটেয় অনুষ্ঠিত হবে মুখ্যমন্ত্রীর সভা। নগাঁওয়ে দলীয় প্রার্থী রূপক শর্মার হয়ে নির্বাচনি মঞ্চ থেকে ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার সকাল থেকে টানা প্রায় তিন ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিপাতে গোটা রাজ্যে নির্বাচনি প্রচারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। বহু জায়গা থেকে প্রচারের সময় পরিবর্তনের খবর পাওয়া গেছে। বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও।

দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাল জঙ্গিরা

শ্রীনগর, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের তুমুল গুলির লড়াই চলছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে রবিবার সকালে পুলওয়ামার ত্রাল শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে খাহিলের জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ, সিআরপিএফ, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস নিয়ে গঠিত যৌথবাহিনী (নিরাপত্তা বাহিনী)। জঙ্গলের মধ্যে অভিযান চালানোর সময় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের দেখে অবিরাম ধারায় গুলি বর্ষণ করতে থাকে জঙ্গিরা। পাল্টা যোগ্য দেয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। শুরু হয় তুমুল গুলির লড়াই। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গুলি লড়াই শেষ হয়েছে গিয়েছে। তল্লাশি অভিযান চালছে। গোটা এলাকাটি ঘিরে চলছে তল্লাশি। কুৎসা ও অপপ্রচার রোধ করার জন্য মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে।

উত্তর দিল্লির প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের ২৬টি ইঞ্জিন

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : দিল্লিতে প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের ২৬টি ইঞ্জিন। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হয়নি বলে দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শনিবার রাত ১০টা ৩৫মিনিট নাগাদ উত্তর দিল্লির নারেলা শিল্পাঞ্চল এলকায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় ভেতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা দমকলে খবর দেয়। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ২৬টি ইঞ্জিন। সারা রাত ধরে চলে আগুন নেভানোর কাজ। গোটা এলাকাটি ঘিরে রাখে পুলিশ। রবিবার ভোর চারটে নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয় দমকল। কি কারণে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার একই মঞ্চ দেখা যাবে মোদী ও ঠাকরকে

মুম্বই, ৭ মার্চ (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা ভোট উপলক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচারে এবার একই মঞ্চে দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরেকে। লোকসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে বিজেপি ও শিবসেনা জোট করে লড়ছে। আগামী মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের লাতুরে নির্বাচনী জনসভা করবেন এই দুই হেভিওয়েট নেতা।

রবিবার বিজেপি মুখপাত্র কেশব উপাধ্যায় বলেন, লাতুরের ওসায় জোটপ্রার্থীদের জেতানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে এক সঙ্গে জনসভা করবেন। ১৮ এপ্রিল লাতুর এবং ওসমানাবাদে নির্বাচন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শেষবার এই দুই হেভিওয়েট নেতাকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে আরব সাগরের পারে ছত্রপতি শিবাজির মহারাজের স্মারক নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে অনুষ্ঠানে।

গত শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহারাষ্ট্রের নানদেতে সভা করেছিলেন। সেখানে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রতাপ চিখালিকারের বিপরীতে লড়ছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চাভান। শিবসেনা বিজেপি এবং এনডিএ-র সরকারের নীতি নিয়ে বরাবরই মুখর। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে সেই বিজেপির প্রতিই আস্থা দেখাল শিবসেনা। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের উদ্যোগেই এই জোট হয়। মহারাষ্ট্রের ৪৮টি লোকসভা আসন রয়েছে। তার মধ্যে বিজেপি এবং শিবসেনা লড়ছে যথাক্রমে ২৫ এবং ২৩টিতে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি ও শিবসেনা জোট করে লড়েছিল। মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের সময় আলাদা ভাবে লড়েছিল এই দুইটি দল।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসে তারপর দেবেন্দ্র ফড়নবিশ মুখ্যমন্ত্রী হন। ওই বছরের ডিসেম্বরে সরকারে যোগ দেয় শিবসেনা।

মহারাষ্ট্রে ৪৮টি লোকসভা কেন্দ্রে চার দফায় নির্বাচন হবে। নির্বাচনের তারিখগুলি হল ১১, ১৮, ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে ২৩ মে।

যোধপুর পার্কে বৃদ্ধা খুনের ঘটনায় গ্রেফতার দুই

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : যোধপুর পার্কে বৃদ্ধা খুনের ঘটনার কিনারা করল পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম স্বপন মন্ডল এবং সঞ্জীব দাস। তারা একজন মালি ও অন্যজন দারোয়ান ছিল। ডিসি এসইডি কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় জানান, এই দুজন গত মঙ্গলবার ঘরে ঢুকে প্রথমে মালি রান্নাঘর থেকে সাঁড়াশি দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এরপরে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে বৃদ্ধাকে হত্যা করে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে মালি এবং দারোয়ান বৃদ্ধার মুখে বালিশ চাপা দেয়। এই ধৃতরা খুনের কথা পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ধৃতদের জেরা করে পুলিশ কর্তারা অনুমান করছেন বৃদ্ধার ফ্ল্যাট হাতানোর উদ্দেশ্যেই এই খুন করেছে তারা। তবে এই খুনের পিছনে আর কী কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্তারা।

বৃহস্পতিবার যোধপুর এলাকার একটি বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে শ্যামলি ঘোষ ছয়ের পাতায়

রবিবার সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন মানিক দে সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

জাতির জনকের মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য বাঁশবেড়িয়ায়

হুগলী,৭ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের আগে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলী জেলার ঐতিহ্যশালী শহর বাঁশবেড়িয়ায়। জেলার হুগলী লোকসভা কেন্দ্রের সপ্তগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ষোলো নম্বর ওয়ার্ডে ত্রিবেনী মনসাতলায় কংগ্রেসের পার্টি অফিসের সামনে থাকা মহাত্মা গান্ধী মূর্তিতে ভাঙচুর চালানো হয়। অভিযোগ শনিবার রাতে অজ্ঞাত পরিচয়ে দুষ্কৃতীরা গান্ধিজির মূর্তি শাবল দিয়ে উপড়ে ফেলে দেয়। রবিবার সকাল হতেই মূর্তি ভাঙার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঘাড় যখন ঘোরে না

শহরের রাস্তাঘাটে হামেশাইদেখা যায় কিছু মানুষ গলা বন্ধ বা গলায় কলার বাধা অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘাড়ের অসহ্য যন্ত্রণায় কাবু হয়ে তারা বাধ্য হচ্ছেন এটা পরতে। বিভিন্ন কারণে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে যেমন হাঁটু, কোমর ঘারে ব্যথা হয়। ব্যথার কষ্টে জর্জরিত হয়ে আমরা চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাই। কিন্তু ব্যথা কিছুতেই কমতে চায় না। বিশেষ করে ঘাড়ে ব্যথা হলে ঘাড় ঘোরাতে কষ্ট হয়। অনেক সময় দেখা যায় ঘাড় শক্ত হয়ে গিয়ে একদম ঘোরানো সম্ভব হয় না। এই ধরনের অসুখের একমাত্র চিকিৎসা যোগব্যায়াম। চিকিৎসকের কাছে গেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তিনি বলেন স্পন্ডেলাইটিস হয়েছে। এই অসুখ হলে শুধুমাত্র ওষুধ খেলে সফুল পাওয়া যাবে না। এর সঙ্গে নিয়মিত যোগব্যাযাম ও যোগ আসন করতে হবে। শরীর সুস্থ রাখার জন্য যোগব্যায়াম করার জরুরি। ঘাড়ে ব্যথার উপশমে যোগ ব্যায়ামের উপকারিতা নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন যোগাটিচার অ্যান্ড সেক্রেটারি অফ বেঙ্গলস অ্যাসেম্বলি ট্রেনার যোগানকারী ও জেসব ডে স্কুল এর ফিজিক্যাল যোগা টিচার অমল ঘোষ। একটু সতেন হলেই এমন অস্বস্তিকর বিড়ম্বনা যেমন অনেকাংশে এড়ানো যায় তেমনি এড়ানো যায় রোগ যন্ত্রণার কষ্টভোগ।

ঘাড়ে ব্যথা হওয়ার কিছু নির্দিষ্ট কারণ শোবার দোষ উঁচু বালিশে শোয়া, অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় নীচু করে কাজ করা। এছাড়া ভারী হেলমেট ভারী বাগ অথবা মাল বহন করলে টিভি যদি চোখের লেভেলে ঠিকঠাক না থাকা। অত্যাধিক টেনশন থেকেও জন্ম নিতে পারে এই বিরক্তিকর রোগ যন্ত্রণা।

মেডিকেল রিপোর্ট

মেরুদন্ডের ক্ষয় হয়ভার্টিভ্রার বিভিন্ন হাড়ের ব্যথা থাকে ঘাড়ের মেরুদন্ড বেঁকে যেতে পারে মেরুদন্ডের হাড়ের অন্তর্বতী অংশের ফাঁক কমে যেতে পারে। এই সবই মেডিকেল রিপোর্টে ধরা পড়ে। কী কী ধরনের আসন করবেন

স্ট্যাটিক নেক এক্সাসাইজ ভুজঙ্গাসন তালাসন ষষ্ঠিআসন।

কী কী আসন করবেন না

শশঙ্গাসন, মৎস্যাসন, হলাসন শীর্ষাসন, এর মতো আসন করা চলবে না। যে সমস্ত খাবার খাওয়া চলবে না। ডিম বেড, মিট ঘি, মিষ্টি রুটি, অ্যালকোহল মাটির নীচে খাবার।

বাচার উপায়

শরীর যতটা সহ্য করে ঠিক ততটাই সঠিক যোগ ব্যায়াম করা উচিত। শক্ত বিছানা ব্যবহার করতে হবে এবং বিছানা যাতে কখনও অসমতল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শরীরে ওজন যাতে না বেড়ে যায় তার দিকে নজর দিতে হবে। ঠান্ডা ঘরে থাকা চলবে না।

স্ট্যাটিক নেক এক্সারসাইজ

১ নং ব্যায়াম

সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ঘাড় যেদিকে ঘোরাবেন তার বিপরীতে দিকে বাধ্য দিতে হবে । অর্থাৎ যখন ডান দিকে ঘোরাবেন তখন ডান হাতের তালু দিয়ে ডান গালের চোয়াল ঠেলে ধরবেন। যেন বাধা পায়। একই রকমভাবে বাঁদিকে ঘোরাবার সময় বা হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে। ঘাড় যেদিকে ঘোরাবেন বাধা দিতে হবে। ঘাড় যেদিকে ঘোরাবেন বাধা দিতে হবে তার বিপরীতে দিকে। ডান এবং বাম মিলে এই্ভাবে ১০ সেকেন্ড ধরে ১০ বার করুণ।

২ নং ব্যায়াম

দু হাত চিবুকের কাছে নিয়ে আসুন ভি এর মতো মাথা সোজা রেখে। চিবুক নীচের দিকে নামাবার চেষ্টা করুণ। দু হাজ দিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করুণ। ১০ সেকেন্ড ধরে ১০ বার করুণ।

৩ নং ব্যায়াম

মাথা সোজা থাকবে স্ট্যাটিক এক্সাসাইজ ১ নং এর মতো। হাতটি কেবল গালের জায়গায় কপালের পাশে লেগে থাকবে। ডান এবং বা মিলে একবার এইভাবে ১০ সেকেন্ডধরে ১০ বার করুণ।

৪ নং ব্যায়াম

মাথা সোজা করে থাকবে দু হাত মাথার পিছনে নিয়ে আঙুলের সঙ্গে আঙ্গুলের ইন্টারলক করুণ। মাথা পিছনের দিকে যেতে চাইবে। কিন্তু হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে। মাথা সোজা থাকবে। ১০ সেকেন্ডে ধরে ১০ বার করুণ।

৫ নং ব্যায়াম

৪ নং ব্যায়ামের মতো কেবল ইন্টারলক অবস্থায় হাতদুটি মাথার পিছনের বদলে কপালের ওপর রেখে কপালকে সামনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুণ। কিন্তু হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে। মাথা সোজা থাকবে। ১০ সেকেন্ড ধরে ১০ বার করুণ।

কীভাবে আসন করবেন

ভৃজঙ্গাসন

উপুড় হয়ে শুয়ে হাতের তুলু দুটি বুকের দু পাশে মাটিতে এমনভাবে রাখুন যেন আঙুলের ডগাগুলো কাধের বরাবর থাকে। হাতের কনুই গায়ের সঙ্গে লেগে থাকবে। পা দুটি জোড়া করে পায়ের পাতা পেতে রাখতে হবে। এবার কোমড়ের ওপর জোড় দিয়ে নাভি থেকে শরীরের ওপর জোড় দিয়ে নাভি তেকে শরীরের উপর ভাগ মাটি থেকে তুলুন। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় মনে মনে কুড়ি গুণতে হবে। এইভাবে একবার হল। একই রকম ভাবে আরও একবার করতে হবে।

তালাসন

দু পা এক ফুঁট ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়ান। শ্বাস নিতে নিতে দুহাত এক সঙ্গে মাথার ওপর তুলুন। সেই সঙ্গে গোড়ালিও মাটি থেকে তলুন। এই অবস্থায় ৫ সেকেন্ড থাকুন। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত এবং গোড়ালি আগের অবস্থায় নিযে আসুন। হাত যখন মাথার ওপর তুলবেন লক্ষ্য রাখবেন হাতের পাতা যেন সামনের দিকে থাকে। হাঁটু এবং কনুই যেন টান টান হয়। এইভাবে ৫ মাত্রায় করুণ।

ষষ্টি আসন সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। দুহাত মাথার ওপর তুলুন। হাতের তালু ওপর দিকে রেখে হাতের পিছনের অংশ মাটিতে স্পর্শ করে থাকবে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাবাবিক রেখে শরীরকে টানটান করুণ। অর্থাৎ শরীরের ওপরের অংশ ওপর দিকে এবং নীচের অংশ নিচের দিকে টান টান থাকবে। পায়ের পাতা নীচের দিকে থাকবে। ১০-২০ সেকেন্ড থেকে শরীরকে শিথিল করুণ। এগুলি ছাড়াও আরও কিছু ঘাড়ের ব্যায়াম আছে। যা করলে সমস্যার সমাধান হবে।বিশেষজ্ঞ যোগব্যায়াম প্রশিক্ষকের সাহায্যে এই ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রতিদিন যদি বাড়িতে প্রশিক্ষকের সাহায্যে আসন করা যায় তবে এই সমস্যা সম্পূর্ণ রূপে সেরে যাবে। কিন্তু সেরে যাবার পরেও নিয়মিত যোগা আসন চালিয়ে যেতে হবে। এর ফলে শরীর সুস্থ থাকবে, মনও ভালো থাকবে।

ছোটদের চাই বেবি ফ্রেন্ডলি

শিশুদের অনেক ক্ষেত্রে মোজা সব সময় কেচে পরিস্কার রাখতে হবে। আরেকটি বিষয় হল, মোজা যেন ভিজে না থাকে এই সমস্যা এড়ানো যাবে না।

জুতো ঃ-

ছোটদের জুতো পরা কী অ্যাবশ্যিক?

..অবশ্যই ছোটদের জুটো পরা উচিত।

কেন? জুতো পরার পড্থণ কারণ হল পাযের নিরাপত্তা। এর সঙ্গে রয়েছে আরাম পদান ও সৌন্দর্যবিকাশ। তাই এই সব কারণের জন্য জুতো পরা উটিত।

জুতো না পরলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

জুতো না পরলে অনক ধরেনর সমস্যা হতে পারে। যেমন ধরুন পায়ে ব্যাকটেরিয়া বা ফাংগাল সংক্রমণ হতে পারে বা খারাপ মাঠে হাঁটচলা করলে, তাদের হুক ওয়ার্ম সংক্রামণও হতে পারে। তাছাড়া পায়ে আঘাতজনিত ক্ষতও হতে পারে।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য কি বাড়িতে

কোনও ওযুধ রাখা যায়?

সমান্য কাঁটাছেড়া আঁচড় বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের জন্য অ্যান্টিবায়েটিক মলম ও ফাংগাল রাখা যেতে পারে। হুক ওয়র্মা, সংক্রমণের জন্য ক্রিমির ওষুধ সঙ্গে রাখা যেতে পারে কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই ওযুধ ব্যবহার করা উটিত।

জুতো না পরার জন্য ভবিষ্যতে বড় কোনও অসুস্থতা বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দো দিতে পারে?

শিশুদের জুতো না পারায় জন্য মারাত্মক কোনও অসুখ না শারীরিক প্রতিবন্ধকতা হয় না। বরং পায়ে সঠিকভাবে ফিট নয় এমন কনস্ট্রিকটিভ জুকেতা থেকে পাযের গঠন অস্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

অনেকে বলেন, জুতো না পরলে ত্বকের বেশ সমস্যা দেখা দিতে পারে? সত্যি?

জুতো না পরলে বিভিড়ন ধরেনর সমস্যা হতে পারে। জুতো সর্বপ্রথম পা'কে ধুলোবালি কাদা জল চোট আঘতা টাকা, পেরেক কাচ, প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া পায়ে ।সামান্য কোন ক্ষত বা কাটা থাকলে সেখানে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রামণ হতে পারে। নুখকুনি হয়ে সেখানে থ্যেকে সেপটিসেমিয়া পযতন্ত হতে পারে।

আর খালি পায়ে হাঁটলে পা দিয়ে বিপজ্জনক ব্যাটেরিয়া ঢুকে পড়ে এমন ধারণা কতটা ঠিক?

খালি পায়ে হাঁটলে হুক (ক্রিমি) ছাড়াও পায়ে কাঁটাছেঁড়া থাকলে সেখান দিয়ে কোনও মারাত্মক জীবাণউও শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

এখন বিভিন্ন মেটিরিয়ালের রকমারি জুতো বেরিয়েছে, এর মধ্যে কোন ধরনের জুতো বাচ্চাদের জন্য আদর্শ?

বাচাচাদের জুতো বেবি ফ্রেন্ডলি হওয়া বাঞ্ছনীয়। জুতো শক্ত হলে তা থেকে পায়ে ফোস্কা হতে পাল্মের। প্রাস্টিকের পরিবর্তে নরম চামড়ার জুতোই বাচ্চাদের জন্য আদর্শ।

বাবা মা'কে কোন বিষয়ে সতর্ক হতে হবে? আর জুতো পরানোর সময় কী কী বিষয় মাথায়া রাখতে হবে?

বাচ্চাকে জুতো পরাবার সময় বাবা মা'কে খেয়াল রাখতে হবে জুতো যেন যথাযথ মাপের হয়। নন কনস্ট্রিকটিভ অর্থাৎ না হয়। সেরকম হলে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে শিশুদের দুতো খুব দামিও হওয়া উচিত নয়। মনে রাখবেন, যে জুতো যত দামি হবে, সেই জুতো থেকে সমস্যাও বেশি হবে।

অনেক সময়জুতো পরার জন্য পায়ে ফোস্কা বা ছড়ে গেলে, তখন কী করা দরকার ?

এক্ষেত্রে কয়েকদিন জুতো পার বদ্ধ রাখতে াহবে। একান্ত সমভব না হলে একটু ঠিলেভাবে জুতো পারানো যেতে পারে। তার সঙ্গে ক্ষত জায়গায় অ্যান্টিবায়েটিক মলম লাগাতে হবে। আর সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ফোস্কা ফাটানো যাবে না।

দেখা যায় এখন্য কখনও জুতো পরা থেকে অ্যালার্জির মতো কিছু হয় এবং বেশ চুলককায়। এর সমাধান কী?

এক দু'রকম হালকা স্টেরয়েড মলম যেমন মোমেটাজোনলাগনো যেতে পারে। বিশেষ কোনও জুতো থেকে হলে সেই ব্রান্ডের জুতো পালটাতে হবে। খালি পায়ে হাঁটলে ওয়ার্ম (ক্রিম) ছাড়াও পাযে কাঁটাছেড়া থাকলে সেখানে দিয়ে কোনও মারাত্মক জীবানুও শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

পা ঢাকা জুতো পরলে কী মোজা পরাতেই হবে? না হলে?

মোজা পরা অবশ্যই উটিত। না হলে পায়ে ফোস্কা পড়তে পারে। অবশ্য চামড়ার জুতোর ফোস্কা পড়তে পারে। অবশ্য চামড়ার জুতোর ভিরে কাপড়ের লাইনং থাকলে মোজা না পলেও চলে। তবে সব ক্ষেত্রেই মোজা পরা আরামদায়ক।

পায়ে জুতো থেকে অনেক সময় বীষণ গন্ধ বেরোয়, ফলে বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে মস্যায় পড়ে। তখন কী করা উচিত ?

অনেক সময় বৃষ্টির বা অন্য কোনও কারণে জুতো ভিজে যায়। বাচ্চাদের অনেকক্ষণ এই জুতো পরে থাকতে হয় এর থেকে কী কোনও সমস্যা তৈরী হতে পারে?

জুতো ভিজে যাওয়া থেকে বড় যে সমস্যাটি হয়, তা হল ঠান্ডা গেলে যাওয়া। তাই বাবা-মা'কে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।

ঋতু অনুযায়ী বাচ্চাদের কেমন জুতো পরানো উটিত?

সেরকম কোনও ব্যাপার নেই। বে বর্ষাকালে বাড়তি সকর্ত হতে হয়।

তাই এ সময় বাচ্চাদের ওয়াটারপ্রুতফ জুতো পরানোই বুদ্ধিমানের কাজ। আর শীতকালে চামড়ার জুতোর মধ্যে লাইনং থাকলে ভালো। আর গরমের সময় খেয়াল রাখতে হবে, বাচ্চাকে এমন জুতো পরতে হবে যাতে পা'য়ে হাওয়া বাতাস লাগবে।

মিষ্টি মেরা পিঠা

ভাপে তৈরি এই পিঠা, খেতে অনেক মজা।

উপকরণ ঃ চালের গুঁড়া ২ কাপ। জল ২ কাপ। লবণ স্বাদ মতো। তেল ১ চা চামচ। খেজুরের গুড় ১ কাপ (বেশিও দিতে পারেন)। নারিকেল কোড়ানো ১ কাপ।

পদ্ধতি ঃ জলে লবণ, গুড় ও নারিকেল দিয়ে গরম করুন এবং একটু তেল দিন। জল ফুটে উঠলে, চালের গুঁড়া আস্তে আস্তে জলে মেশান। তাপ কমিয়ে একটি কাঠের চামড় দিয়ে নাড়তে থাকুন যেন কোনো গোটা গোটা দানা না থাকে।

চুলার আঁচ কমিয়ে দিন এবং নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পরে জল শুকিয়ে গেলে ছুলা থেকে খামির নামিয়ে নিন। খামির একটু ঠাণ্ডা হলে, ধরতে পারেন এমন গর থাকা অবস্থায় ভালো করে মথে নিন। দরকারে একটু করে চালের গুঁড়া ছিটিয়ে দিতে পারেন।

খামির ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে পছন্দ মতো আকৃতি গড়ে নিন। ভাপ দেওয়ার জন্য একটি পাত্রে জল দিয়ে ফুটাতে দিন।

একটি নেট চালনি অথবা ছিদ্র ছিদ্র প্লেট জলের উপরে বসান।

স্টিম কুকার অথবা রাইস মেইকার থাকলে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন।

চালনির উপরে একটি সুতির কাপড় বিছিয়ে তার উপরে পিঠাগুলো দিন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন।

পাতিলের এবং চালনির আকারের উপর নির্ভর করবে পিঠা একবারে দেয়া যাবে নাকি দুইবারে দিতে হবে। এভাবে ৩০ মিনিট বাপে সিদ্ধ করুন। তারপর নামিয়ে পরিবেশন করুন।

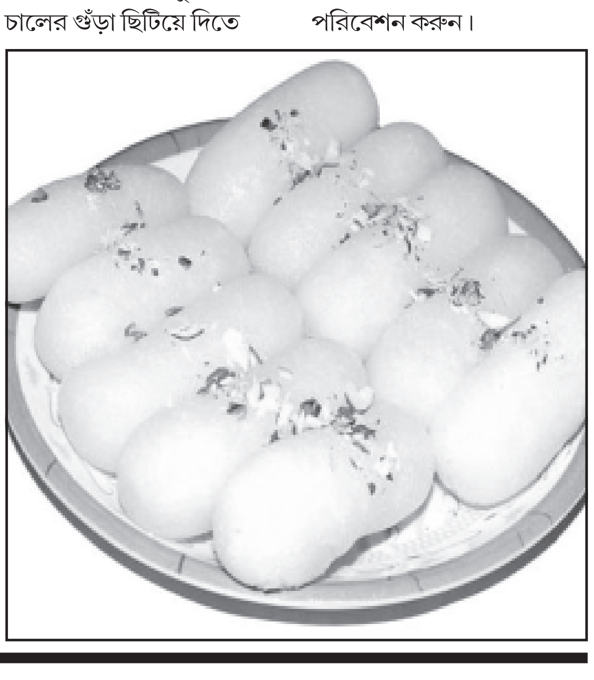

এই সময়ে চুলের যত্ন

চুল ও ত্বক দারুণ সমস্যায় পড়তে হয়। কতারণ ঘাণে ভিজে স্কাপ্লে সহজেই ছাত্রাক বা ওই ধরনের কিছুর সংক্রামণ ঘটতে পারে।

সহজেই তাই চুলের নানা সমস্যা, চুল পড়া ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। এই সময় ত্বকেও নানা ছোটখাট সমস্যাও যেমন ঘামাচি, ব্রণ, স্কিনে কালো ছোপ দাগ ইত্যাদির উৎপাত বাড়ে। এ সবই উধাও হতে পারে রোজকার ঘরোয়া সহজে যত্নে। গরমকালের মিয়মিত চুলে তেল দেওয়াটা খুব দরকার। তিন-চার দিন অন্তর তেল মাখুন। ও মিনিমাম আধঘন্টা রেখে চুলে শ্যাম্পু করে নিন। এইভাবে কিছু ছোটখাট বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকলে গরম কাবু করতে পারবে না।

চুলেক যত্ন ঃ-

.তৈলাক্ত চুল ঃ এওই সম্যসা যাঁদের আছে, তাঁরা একটি প্যাক প্রয়োজনে প্রতিদিন স্নানের সময় ব্যবহার করতে পারনে। উপকার পাবেন। প্রয়োনমতো অর্থাৎ চুলের দৈর্ঘ অনুয়াযী মুলতানি মাটি নিন। জলের সঙ্গে মিশিএয় ত্রিমের মতো গড় মিশ্রণ বানান। পুরো চুলে ও গোড়ায় লাগিয়ে নিয়ে পাঁচ মিনিট রেখে দিন। এরপ মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু ব্যবহার করে ভালাভোবে চুল ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন।

রুক্ষ চুল ঃ- এই ধরনের চুল যাঁদের, তাঁরা ঘাম থেকে রেহাই পেতে রোজ শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। তবে শ্যাম্পু করবার মিনিট দশেক আগে পুরো চুলে দরকারমতো চেলে এক চ চামচ মধু মিশিয়ে মেখে রাখুন। দশ মিনিট বাদে শ্যাম্পু করুন।

.চুল পড়া ঃ- গরমের সময় ঘামের কারেণ চুল পড়লে, কমপক্ষে তিন-তার দিন, হালকা ভেষজ তেল মেডে দশ- পানেরো মিনিট রাখার পরে শাম্পু করবেন, এছাড়াও একটি প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। পুনিদাতার রস তিন-চার চা চামচ নিন। এতে আধ কাপ জল মেশান। পুরো চুলে লাগিয়ে রেখে আধ ঘন্টা বাদে শ্যাম্পু করুন। সব সময় নজর জিতে হবে, ঘামের জন্য চুল পড়ার সমস্যা হলে এই ঘামকে কনট্রোল করতে হবে। চুল খুব রুক্ষ হলে এতে তেল মিশিয়ে নিয়ে লাগানো যায়।

.খুশকি ঃ- মেথিদানা নিন এক মুঠো। এক তাপ জলে মেথিদানা সারা রাত ভিজিয়ে রাকুন। পরদিন সকালে ওই জলে এক চিমটি নুন মেশান। এবারে ওই জল মাথায় ও চুলে ভালোভাবে লাগিয়ে দশ-পনেরো মিনিট রাখুন। এবারে মাইল্ড শ্যাম্পু করে নিন, সপ্তাহে তিন-চারদিন করতে পারেন। খুসখি বশে আসবে। এই পদ্ধতি বিশেষ করে— পুরষদের জন্য খুব ভালো। বড় ডুলের মালকিন যাঁরা তাঁরা মেথিদানা বেটে তাতে দই মিশিয়ে চুলে ভালোভাবে লাগিয়ে, দশ মিনিট বাদে শ্যাম্পু করে নিতে পারেন। খুশকি দূর করার জন্য আরও একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারনেব। লেবুতে টাকা ছানার জল টম্যাটো রস দপ চা চামচ মিশিয়ে স্কাল্পে মেখে রেখে-দশ পনেরো মিনিট বাদে শ্যাম্পু করে নিন।

উকুন ঃ- এই সমস্যাতে বিশেষ করে স্কুলের ছেলেমেয়েরা কষ্ট পায়। সাংঘাতিক ছোঁয়াচে। একটানা ভুগলে ভবিষ্যতে নানান শারীরিক সমস্যা হতে পারে। ঘরোয়া পদ্ধতি পরেয়োগ করুন। এতে কোনও সাইড এফেক্ট হবে না। কর্পূর আধ চা চামচ নিন। হিং, দু'চা চামচ। একসঙ্গে ভালোভাবে মেশান। দরকারে জল মিশিয়ে নিন। ভালোভাবে চুলে ও গোড়াতে লাগিয়ে আধঘন্টা রাখুন। মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করে ধুয়ে নিন। সপ্তাহ তিন-চার দিন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।

রবিবার রাজধানীতে রাজ্যপাল কপ্তান সিং সোলাঙ্কি বিজু উৎসবের উদ্বোধন করেন। ছবি- নিজস্ব।

নির্বাচনের আগে ফের তৃণমূলের দলীয় সংঘর্ষ বাসন্তীতে, এলাকায় উত্তেজনা

বাসন্তী, ৭ মার্চ, (হি.স.) : নির্বাচনের প্রাক্কালে নতুন করে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী ব্লকে। রবিবার সকালে বাসন্তী থানার শিমূলতলা জমাদার পাড়ায় যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে মূলত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় দুই মহিলাসহ মোট পাঁচজন যুব তৃণমূল কর্মী জখম হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত যুব তৃণমূল কর্মীদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। অভিযোগ বাসন্তীর তৃণমূল নেতা আব্দুল মান্নান গাজী ওরফে মন্টু গাজী ও তার ছেলে রাজা গাজীর নেতৃত্বেই যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা হয়েছে। পাল্টা আব্দুল মান্নান গাজীর অভিযোগ তাদের কর্মীদের উপর হামলা করেছে যুব তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

সপ্তাহখানেক আগে এলাকায় আব্দুল মান্নান গাজীর অনুগামী নাজিবুল জমাদার, জলিল জমাদাররা একটি ঢালাই রাস্তা তৈরিতে বাঁধা দিয়েছিল। ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন যুব তৃণমূল কর্মী। ঘটনার পর এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই নতুন করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে রবিবার সকালে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ, এলাকার যুব তৃণমূল কর্মী জামাত আলি জমাদার, নূর কাসেম জমাদার, সইফুল জমাদার, রোকেয়া জমাদারদের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে নাজিবুল জমাদার, জলিল জমাদার ও তাদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় জামাত আলি জমাদারসহ মোট পাঁচজন গুরুতর জখম হন। আহতদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাও রয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই বিষয়ে এলাকার যুব তৃণমূল নেতা আমানুল্লা লস্কর বলেন, " আমরা এলাকায় শান্তি চাই কিন্তু প্রতিনিয়ত এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে কয়েকজন। আমাদের কর্মীদের উপর হামলা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে বাসন্তী থানায় আগেই অভিযোগ জানিয়েছি"। নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বাসন্তীর তৃণমূল নেতা আব্দুল মান্নান গাজী। তাঁর বক্তব্য, " পরিকল্পিতভাবে আমাদের কর্মীদের উপর হামলা করেছে এলাকায় কয়েকজন গুন্ডা, মস্তান। রবিবার সকালের ঘটনার আমাদের বেশ কয়েকজন কর্মী এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন। এই বিষয়ে পুলিশকে বলেছি সঠিক তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করতে"। ঘটনাস্থলে উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

রায়গঞ্জে মমতার সভার প্রস্তুতি তুঙ্গে

রায়গঞ্জ, ৭ এপ্রিল (হি.স) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রায়গঞ্জে সভা করতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উ আগামী ৯ এপ্রিল সভা হবে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে উ তার জন্য ইতিমধ্যেই রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে উ রবিবারেই সভার শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি বুঝে নিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ও জেলা পুলিশ প্রশাসন। রবিবার তৃণমূল নেতা তথা পৌরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস জানান , 'এদিন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যান তিনি উ অন্যদিকে, ৯ তারিখের সভা পর্যালোচনা করার জন্য আজ একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়' উ তিনি আরও বলেন, 'রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কানহাইয়ালাল আগরওয়ালের সমর্থনে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী নির্বাচনী জনসভা করবেন রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামের মাঠে'। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামের বাইরের মাঠে থাকবে হেলিপ্যাড। স্টেডিয়ামের মাঠে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী জনসভা। এপ্রসঙ্গে এদিন তৃণমূলেরতরফ থেকে জানানো হয়, সমাবেশে আসা সমর্থকদের সার্বিক সুবিধা দিতে ও নির্বিঘ্নে মমতার নির্বাচনী সভা সম্পন্ন করতে স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক তথা রায়গঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস উ এছাড়াও সভা প্রাঙ্গনে উপস্থিত থাকবেন জেলা পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা ও দমকল বিভাগসহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা। অন্যদিকে ৯ এপ্রিল এর জনসভায় লাখ-এর চেয়েও বেশি মানুষের সমাগম হবে বলেই এদিন দাবি জানায় তৃণমূল ।

কেশপুরে প্রচারে ভারতী ঘোষ, হামলা করলে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেওয়ার হুমকি দিলীপ ঘোষেব

কেশপুর, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : রবিবার ঘাটাল লোকসভার কেশপুরে প্রচারে হাজির হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষ। কেশপুরের গোলাড়ে তাঁর প্রথম প্রচারসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ । এদিন তিনি আগাম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলকে । দিলীপবাবু বলেছেন, "এই সভা করার এক সপ্তাহের মধ্যে কোনও কর্মী আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীর ডেথ সার্টিফিকেট আমি লিখে দেব।" এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "এখানের সরকারি দল, তৃণমূল ঠিক করেছে কেশপুরে তৃণমূল ছাড়া কোনও পার্টি হবে না। তাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আমরা কেশপুরে এসেছি। এলাকায় ঢুকে ঝান্ডা লাগিয়ে সভা করলাম। কেশপুরের লোককে এটা বলতে এসেছি কেশপুরটা পশ্চিম বাংলার বাইরে নয় এবং পশ্চিম বাংলাটা ভারতবর্ষের বাইরে নয়। শুনলাম কর্মীরা ডায়াস বাঁধার সময় বাধা দেওয়া হয়েছে। কিছু লোক অবশ্য ভেতরে ভেতরে সহযোগিতা করছে, ওটা ভোটের পরে জানতে পেয়ে যাবেন। এটা ক্ষুদিরামের জন্মস্থান।তিনিও হয়তো একদিন কল্পনা করতে পারেননি তাঁর কেশপুর একদিন উগ্রপন্থীদের হাতে চলে যাবে। আমি কেশপুরের লোককে বলতে চাই আমরা ভোটে দাঁড়িয়েছি তাঁদের জন্য, এবারও যদি আপনারা তৃণমূলের লোককে জেতান, জীবনে তাহলে আর কোনওদিন ভোট দিতে পারবেন না। গণতান্ত্রিক অধিকার সারা জীবনের জন্য হারাবেন। ওদের দোয়ায় ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে।' তিনি আরও বলেন, ড্রু'আজকের সভা করে চলে যাওয়ার পরেই হয়তো আমাদের কর্মীদের ওপর হামলা হবে, বাড়িঘর ভাঙচুর হবে। টিএমসির নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছি যদি পাল্টে না যাও কেশপুর তৃণমূলের শেষ করে ছাড়ব। খড়্গপুরের মাফিয়া রাজ দিলীপ ঘোষ পাল্টেছে। আপনাদের নেতাদের প্রত্যেককে নামে চিনি, তালিকা করা আছে। কেশপুরের সীমাটা দশ কিলোমিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে বেরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আপনাদের যেতে হবে। বাড়ি ফেরার ইচ্ছা আছে কিনা? এক সপ্তাহের মধ্যে যদি কোনও কার্যকর্তাদের ওপর আক্রমণ হয়েছে, আমি বলে দিচ্ছি তোমার ডেট সার্টিফিকেট আমি লিখে দেব। অনেক কর্মী এখানে এসেছে, কোন টিএমসি-র বাপের বেটা আছে কর্মীদের গায়ে হাত দিয়ে দেখাও। পৃথিবীর যেখানেই লুকাও তোমাকে মাটি খুঁড়ে তুলে নিয়ে এসে সাজা দেব। আমার ভাষণ দরকার হলে রেকর্ড করে এসপি এবং ইলেকশন কমিশনকে দাও। তাঁকে আমি জবাব দেব। মনে রাখবেন কালিঘাট থেকে দিদি এসে আপনাকে বাঁচাবে না। মেদিনীপুরের মাটির ছেলে দিলীপ ঘোষ কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব বুঝে নেবে। কোনও নেতা মন্ত্রী মেদিনীপুরে কিছু করতে পারবে না। কাপড় খুলে নেব। তাই আপনাদের বলছি ভারতীদের হাত শক্ত করুন। এখানে যে সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে ঘাটালের মাস্টারপ্ল্যান থেকে আরম্ভ করে কেশপুরের উন্নয়ন সব হয়ে যাবে।' এদিন ভারতী ঘোষ বলেন, "কর্মীদের কাজ করতে দিচ্ছে না । বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত হচ্ছে। পুলিশ সঠিক ভাবে না কাজ করলে আমরা পুলিশ অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ করব ।" অন্যদিকে, দিলীপ ঘোষের হুমকি নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি বলেন, "অতিরিক্ত বাতেলাবাজদের মানুষ কখনও পছন্দ করে না । নিজের লোকসভাতে হেরে মুখথুবড়ে পড়ে থাকবে । তাঁর হুশিয়ারিটাই সার ।" এদিন কেশপুরের বিভিন্ন স্থান ছাড়াও দাসপুরেও সভা করেছেন ভারতী ঘোষ ও দিলীপ ঘোষ ।

অভিষেককে হারাতে বাবা বড় কাছারিই ভরসা ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থীব

ডায়মন্ড হারবার, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : ২০১৪ সালে এই বাবা বড় কাছারি মন্দিরে পুজো দিয়েই প্রচার শুরু করেছিলেন তৃণমুল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই অভিষেককে হারাতেই এবারও বাবা বড় কাছারিতেই ভরসা রাখলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নীলাঞ্জন রায়। রবিবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নীলাঞ্জন রায় এই কেন্দ্রের অন্তর্গত জাগ্রত মন্দির বাবা বড় কাছারির মন্দিরে পুজো দিয়ে তার প্রচারের কাজ শুরু করেন। এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এই বিজেপি প্রার্থী পৌঁছে যান বড় কাছারি মন্দিরে। সেখানে পুজো দেওয়ার পর হুডখোলা গাড়িতে চেপে বাখড়াহাট আমতলা রোড হয়ে কোম্পানি পুকুর পর্যন্ত রোড-শো করেন। এদিন প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন বহু বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এই কেন্দ্র থেকে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী এই বিজেপি প্রার্থী। এ রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঝড় উঠেছে। আর সেই ঝড় আছড়ে পড়েছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রেও। এর পাশাপাশি এই কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদের বিরুদ্ধেও এলাকায় চোরা স্রোত বইছে। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ যদি এবার তাদের ভোটটি দিতে পারেন তাহলে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হার নিশ্চিত। এখানে বিজেপি প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলেও দাবি করেন এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নীলাঞ্জন রায়। রবিবার বাখড়াহাটে বাবা বড় কাছারি মন্দিরে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই দাবি করেন নীলাঞ্জনবাবু। আর সেই কারণেই এই জাগ্রত মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি প্রচারের কাজে নেমেছেন। এদিন নীলাঞ্জনবাবুর সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পশ্চিমভাগের বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। এছাড়াও এদিন বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক ছিলেন এদিন নীলাঞ্জন বাবুর প্রচার অভিযানে।

রবিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন। ছবি- নিজস্ব।

নির্বাচনী প্রচারে ফের বিতর্কিত মন্তব্য অনুব্রত মণ্ডলের

সিউড়ি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : ফের বিতর্কিত মন্তব্য করলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। বীরভূমের সিউড়িতে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক সংগঠনের কর্মী সম্মেলনে তিনি প্রতি বুথে প্রিজাইডিং অফিসারদেরকে দলের পক্ষে ভোট করতে দেওয়ার আর্জি জানান। রবিবার বীরভূমের সিউড়িতে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বীরভূম এবং বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের সমর্থনে জেলার অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক, শিক্ষিকা, মাদ্রাসা, এসএসকে, এমএসকে, পার্শ শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মীদের নিয়ে কর্মীসভা ছিল। সেখানে তিনি অভয় দিয়ে বলেন যারা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করবেন তারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। যদি কিছু হয় আমি বুঝে নেব। পাশাপাশি তিনি যে সমস্ত শিক্ষকরা প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পাবেন তাদের উদ্দেশ্যে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বলেন,' ভোটের দিন ভোট করবেন। কেউ ভয় পাবেন না। প্রলয়কে(প্রলয় নায়েক বীরভূম জেলা তৃণমূল শিক্ষা সেলের সভাপতি) বলে দেবো যার যেখানে ডিউটি ভয় নাই প্রতি ব্লক সভাপতির ফোন নাম্বার নিয়ে নেবেন। কোনও অসুবিধা হলে তারাই সহায়তা করবেন। একটা অনুরোধ করছি যারা প্রিজাইডিং অফিসার থাকবেন একটু ড্রু'পোল ভোটড্রু' করে নেবো, ৫০০ থেকে ৬০০। এটা যেন সুযোগ দিন। আপনাদেরকে জোড়হাত করছি। এবারের ভোট দেখার মত হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি রামকৃষ্ণ রায় বলেন, আমরা বিষয়টি দলগতভাবে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করছি। বীরভূম জেলার যে তৃণমূলের সভাপতি আছে তিনি তো জালিয়াতি ছাড়া অন্য কিছু কাজ করতে পারেন না। আমরা সর্বতোভাবে ভোট লুটের চেষ্টা বানচাল করব। নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছি সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ অবাধ ভোট করতে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তা যেন সব কিছুই করা হয় বীরভূম জেলার জন্য।

রবিবার রাজধানীতে ভোট কর্মীদের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

এআইইউডিএফ ছাড়লেন আলগাপুরের আলিম, যোগ দিতে পারেন বিজেপিতে

করিমগঞ্জ (অমস), ৭ এপ্রিল (হি.স.) : নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, এআইইউডিএফ-প্রধান বদর উদ্দিনের মাথাব্যথা যেন দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত দলীয় নৌকা মাঝ নদীতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম প্রবল হয়ে পড়েছে। এবার দল ছাড়লেন আলগাপুরের এআইইউডিএফ নেতা আব্দুল আলিম চৌধুরী। লোকসভা ভোটের মুখে দলীয় নেতৃত্বের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এআইইউডিএফ-এর প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা হাইলাকান্দি জেলা কমিটির অন্যতম সক্রিয় সদস্য আব্দুল আলিম চৌধুরী। কালিনগর পঞ্চম খণ্ডের বাসিন্দা আব্দুল আলিম ২০১৬ সালে আলগাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দলীয় মনোনয়নের জন্য দাবি করেছিলেন। এবার তিনি দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তাঁর পদত্যাগপত্র জেলা কমিটির সভাপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ক্ষোভ করিমগঞ্জের বর্তমানম সাংসদ রাধেশ্যাম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

আব্দুল আলিম বলেছেন, বিগত পাঁচ বছরে সাংসদ আলগাপুর এলাকার উন্নয়নে কিছুই করেননি। তাই সাংসদ রাধেশ্যামের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হয়েই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এক বিশেষ সূত্রের

ছয়ের পাতায়

নিরাপত্তার দাবিতে ডায়মন্ড হারবারে ভোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ ভোটকর্মীদের

ডায়মন্ড হারবার, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : প্রতিটি বুথে পর্যাপ্ত পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিতে ভোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনেই বিক্ষোভ দেখালেন ভোটকর্মীরা। রবিবার ডায়মন্ড হারবারে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনেই দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান তারা। পরে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসকের তরফ থেকে তাদের আশ্বস্ত করা হলে উঠে যায় বিক্ষোভ।

গত পঞ্চায়েত ভোটে বুথে যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপত্তা কর্মী না থাকার কারণে সাধারণ মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। কার্যত বুথগুলো চলে গিয়েছিল ভোট লুটেরাদের হাতে। পাশাপাশি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে থাকা কর্তব্যরত ভোটকর্মীদেরকেও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আর সেই কারণেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতেই কার্যত এদিন বিক্ষোভ শুরু করেন ভোটকর্মীরা। পোস্টার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার দাবি তোলেন তারা। যদিও এই বিক্ষোভ চলার বেশ কিছুক্ষণ পর ডায়মন্ড হারবার এর মহকুমা শাসক দেবময় চট্টোপাধ্যায় এসে তাদের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নিয়ে ভোটের প্রশিক্ষনে যোগ দেন ভোটকর্মীরা।

এ বিষয়ে এক ভোটকর্মী মইদুল মোল্লা বলেন, " গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা নিরপেক্ষ ভাবে ভোট করাতে পারিনি। ভোটের দিন সকালেই বুথগুলি দুষ্কৃতীদের দখলে চলে গিয়েছিল। আমাদেরকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে একের পর এক বুথ দখল করে ভোট লুট করা হয়েছিল। আমরা চাই প্রশাসন যেন এ বিষয়ে নজর দেন ও সুস্থভাবে ভোট পরিচালনা করেন। সেই কারণেই আমরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছি। মহকুমা শাসক বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু যদি বুথে সঠিক নিরাপত্তা না পাই তা হলে আমরা ভোট কেন্দ্রে যাব না।"" এ বিষয়ে মহকুমা শাসকের তরফ থেকে কিছু বলা হয়নি।

ভোটের সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা চেয়ে ভোট কর্মীদের বিক্ষোভ শ্রীরামপুরে

হুগলী, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : এবার হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে ভোটের সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাল ভোট কর্মীরা। রবিবার সকালে শ্রীরামপুরের ইউনিয়ন স্কুলে ভোট কর্মীদের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল নির্বাচন কমিশন। সেখানে ভোটের সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মীদের ডাকা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেলো প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার আগেই ভোট কর্মীরা তাদের নিজেদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা চেয়ে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দেয়। তাদের দাবি প্রতিটা বুথে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তার দিতে হবে, এরই পাশাপাশি বুথগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে।বিক্ষোভ দেখিয়ে তারা আরও বলেন, এই দাবিগুলি না মানলে ভোটের দিন কাজ থেকে বিরত থাকবে তারা। প্রতিটি ভোট কর্মীদের উপযুক্ত নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি নিয়ে একটি স্মারকলিপিও শ্রীরামপুর মহকুমাশাসকের কাছে ভোট কর্মীরা জমা দেন।

তাদের দাবি মহকুমাশাসক সব শুনেছেন, আশ্বাস না দিলেও বিষয়টি নিয়ে উর্দতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে এই একই দাবি নিয়ে জেলার আরামবাগ ও ভদ্রেশ্বরে বিক্ষোভে সামিল হয় ভোটকর্মীরা। ভদ্রেশ্বরে কিছুক্ষণের জন্য রাস্তা অবরোধ করা হয়। পুলিশ এলে অবরোধ উঠে যায়।

মোদি

● প্রথম পাতার পর

সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অনুন্নত রাখা হয়েছিলো। কেন্দ্রে ২০১৪ এনডিএ সরকার গঠনের পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ নজর দিয়েছে সরকার। প্রত্যেকটি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বামেদের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, বামেদের সংবিধান দেশের সংবিধান চাইতেও বড়। একসময়ে বিপুল পরিমানে থাকা সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রী এবং বিধায়কের দল বর্তমানে হারাচ্ছে। এরা জমি থেকে আন্দোলনের কথা বললেও তাদের স্থান এখন টেলিভিশনের পর্দায় বেশি পাওয়া যায়। দিশা নয় দশা ধরাতে তারা সিদ্ধ অস্ত্র। সাধারণের জন্য নয় নিজ স্বার্থের জন্য এরা কাজ করে। এই শক্তির থেকে দুরে থাকার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে। কমিশন ক্ষোর, মধ্যস্থ্যতা কারি ও দুষ্টদের দিন শেষ হয়েছে। নির্বাচনে পূর্বে দেওয়া হীরার স্বপ্ন পূরনে কাজ চলছে। এই কাজকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্যের দুটি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এইদিনের নির্বাচনি জন সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্য প্রভারী সুনীল দেওধর। পূর্ব এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বিজেপি প্রার্থী বেরতী কুমার ত্রিপুরা এবং প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

গণঅনশন

আটের পাতার পর

খালেদা জিয়াকে গত সোমবার পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে স্থানান্তর করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় গত বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাবন্দি রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।দলের প্রধান নেত্রীকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে এবং তার পছন্দ অনুযায়ী বিশেষায়িত বেসরকারি হাসপাতালে সুচিকিৎসা দিতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে বিএনপি।

দাখিলের সময়

আটের পাতার পর

পাওয়ার জন্য আবেদন করেছি।

ওই অনুষ্ঠানে সিনহা দাবি করেন, তাকে হাউস অব কমন্স ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে তিনি যাননি। তিনি বলেন, আমি নিরাপদবোধ করছি না। আমি ভীত থাকি, ২৪ ঘণ্টা বাড়িতেই থাকি। গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা আমার বাড়ি সব সময় মনিটরিং করে এবং যারা আমার বাড়িতে আসে তাদের ছবি তোলা হয়।

বিজেপি কর্মীর

দুইয়ের পাতার পর

জায়গা থেকে গাড়ি, বাসে করে সভায় আসছিল বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। চান্দামারির একদল বিজেপি সমর্থকও বাসে করে প্রধানমন্ত্রীর সভায় আসছিল। তখন বাস থেকে কোনওভাবে পড়ে যান প্রভাস। তাঁকে উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। অপরদিকে, একটি গাড়ি করে মোদীর সভায় যাচ্ছিল একদল বিজেপি সমর্থক। মাথাভাঙার বেলতলার কাছে একটি পিকআপ ভ্যান পিছন থেকে গাড়িটিতে ধাক্কা মারে। আহত হয় ১০ জন। পিকআপ ভ্যানের একজন আহত হন। তিনিও মোদীর সভায় যাচ্ছিলেন। তিনজনকে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। বাকিরা কোচবিহার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গ্রেফতার দুই

তিনের পাতার পর

নামে এক এক বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার পরে বৃদ্ধার মোবাইল ফোনটিও নিয়ে গিয়েছিল আততায়ীরা। বৃদ্ধার ঘর থেকে একটি চিঠি উদ্ধার করে পুলিশ। সেই চিঠিতে তিনি খুন হতে পারেন বলে উল্লেখ করেছিলেন বৃদ্ধা। তিনি কয়েকজনের নামও উল্লেখ করেছিলেন এই চিঠিতে। তার মধ্যে এই মালি এবং দারোয়ানের নাম ছিল বলে জানা গিয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মমতার

● প্রথম পাতার পর

'কিরণ বাগান চা বাগান আজ খুলেছে ১২০০০ কর্মীর ফের কর্মসংস্থান পেয়েছে। এর আগে একটাও চা বাগানের সুরাহা করে নি মোদী সরকার। চা বাগান খোলার প্রতিশ্রুতি রাখেনি মোদী। ওরা বসন্তের কোকিল। ভোটের পর ফের পালায়, আমরা ৩৬৫ দিন মানুষের পাশে থাকি। আমি প্রতি মাসে আসি উত্তরবঙ্গে আসি। যাঁরা দাঙ্গা লাগিয়েছিল তারা বিজেপির প্রার্থী হয়েছে। দিল্লির বাবুরা পাহাড়ে আগুন লাগিয়েছে আমরা নিভিয়েছি। আজ যখন জঙ্গলমহল, পাহাড়, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ভাল আছে তখন হিংসা করছে ওরা। সব জায়গায় হারবে বিজেপি'।

তিনি বলেন, 'জলপাইগুড়ি বিশ্ব ক্রিড়াঙ্গন কে তৈরি করেছে, জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ কে করেছেবাম, বিজেপি কেউ করেনি, তৃণমূল সরকার করেছে। ধাপ্পা দিয়ে সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন করেছেন। বাংলায় ৪২-এ ৪২টাই আসন চাই,তৃণমূল সরকার গড়বে, শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবে। মোদী বাবু আপনার বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে'।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'গো রক্ষার নামে মানুষ খুন করছে মোদী সরকার। নোটবন্দির টাকা জিএসটির কোটি কোটি টাকা রাস্তায় নেমে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে মোদী। ভোট দেবেন না ওদের, মাথায় রাখবেন মানুষকে কীভাবে বোকা বানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এখানে নাটক করতে এসেছিলেন। দিদি ভয় পাওয়ার লোক নয়। দিদি গুলির সামনে দাড়িয়ে লড়াই করে, বিজেপির মতো ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করতে জানে। এ জীবন লড়াইয়ের জীবন। সংঘর্ষের জীবন। কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, সমব্যথীর মতো অসংখ্য সুবিধা দিয়েছি। বিজেপির রাজ্য ভেঁ ভেঁ। বাংলায় প্রতিটা পরিবারের কাছে কিছু না কিছু সাহায্য গিয়েছে। আমরা মিউটেশন ফি মুকুব করে দিয়েছি, কৃষকদের খাজনা মুকুব করা হয়েছে। কৃষক মেরে কৃষক প্রেম দেখাচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সিবিআইসবাই বলছে বাই বাই। মহম্মদ বিন তুঘলকের ঠাকুরদা মোদী। আমরা হাজার হাজার চাকরির বেতন বাড়াচ্ছি। ওদিকে বিএসএনএলের লোক মাইনে পাচ্ছে না, কিছুদিনের মধ্যেই ৩৫ হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি যাবে'।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন মুখ খোলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হানা নিয়েও। তিনি বলেন, 'সিবিআই-ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে হানা দেওয়া হচ্ছে'। রাজ্যে কোনও ভাবে এনআরসি চালু করা যাবে না বলেও নরেন্দ্র মোদীকে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। বলেন, 'এনআরসি করবে বলছে বাংলায়। আমরা বলছি, গায়ে হাত দিয়ে দেখো। আমরা বুঝে নেব। ওরা ইতিহাস মানে না। নেতাজি, গান্ধীজি মানে না উ বারাণসীর গঙ্গা পরিষ্কার করতে পারেন না। আবার বাংলার দিকে তাকাচ্ছে। জলপাইগুড়ির বন্যায় কোনও খোঁজ নিয়েছেন' ? বাংলার নামবদল আটকে রেখেছে ওরা, উত্তরবঙ্গে এসে নাটক করছেন মোদী বলে এদিন মন্তব্য করেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

অমিত শাহের

আটের পাতার পর

মহাজোট ক্ষমতায় এলে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন তা বলতে পারছেন না রাহুল গান্ধী।

ব্যঙ্গ করে অমিত শাহ বলেন, 'কেউ আমাকে বলছেন সোমবার প্রধানমন্ত্রী হবেন মায়াবতী, মঙ্গলবার হবেন অখিলেশ (যাদব), বুধবার লালুপ্রসাদ যাদব, বৃহস্পতিবার চন্দ্রবাবু নাইডু, শুক্রবার স্ট্যালিন এবং শনিবার রাহুল গান্ধী। রবিবার ছুটির দিন।' এই নেতৃত্ব দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। গোটা দেশ এবং ওড়িশাকে কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে শাসন করেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কোনও উন্নয়ন হয়নি।

রিয়াল কোচ

সাতের পাতার পর

'আগামী মৌসুমে বেল ক্লাবে থাকবে কিনা তা আমরা দেখব।'"'গ্যারেথ রিয়াল মাদ্রিদের একজন খেলোয়াড়। আর এখনও তার চুক্তির দুই বছর বাকি আছে।'"স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যমের খবর, এ বছরের গ্রীষ্মকালীন দল-বদলে রিয়াল ছাড়তে পারেন বেল। সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে আলোচনায় আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নাম। ২০১৩ সালে ১০ কোটি ইউরোয় রিয়ালের কাছে বেলকে বিক্রি করা টটেনহ্যাম হটস্পার সাবেক খেলোয়াড়কে ফেরাতে চায় বলেও শোনা যাচ্ছে। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৩৩টি ম্যাচ খেলে ১১টি গোল করেছেন বেল।

যোগ দিতে

পাচের পাতার পর

খবর, খুব শীঘ্রই তিনি বিজেপিতে যোগদান করবেন। তবে এ ব্যাপারে আলিমের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বাঁশবেড়িয়ায়

তিনের পাতার পর

তার জেরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এলাকাবাসীর থেকে শুরু করে কংগ্রেসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে চলে আসে। এরপরই মগরা থানায় বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানানো হয় কংগ্রেস কর্মীদের তরফে। ঘৃণ্য এই কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন তারা। এরপরই ঘটনাস্থলে আসে মগরা থানার পুলিশ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হুগলী লোকসভা কেন্দ্রর কংগ্রেস প্রার্থী প্রতুলচন্দ্র সাহাও ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন। তিনি বলেন যারাই এই ধরনের কাজ করেছে তাদের অভিলম্বে গ্রেফতার করা হোক।

নরেন্দ্র মোদী

তিনের পাতার পর

এদিন কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'স্পিড ব্রেকার' বলে কটাক্ষ করেন। তিনি জনসভায় বলেন, রাজ্যের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্পিড ব্রেকার'-র কাজ করছেন। এক কোটি মানুষের পাঁচ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যবিমা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প তিনি চালু করতে দেননি। এরাজ্যের কৃষকরা কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তা আটকানোর চেষ্টা করছেন স্পিড ব্রেকার দিদি। এদিন তিনি তৃণমূলের 'মা, মাটি, মানুষ' স্লোগানকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, এই স্লোগান এখন শুধু শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে তার রূপ অন্য। মা, মাটি, মানুষের ব্যাখ্যা তৃণমূলের আমলে বদলে দিয়েছ।

প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচনী জনসভায় রাসমেলা মাঠে ছিল মানুষের উন্মাদনা। সেই সভাতেই মোদী দাবি করেন, দেশকে টুকরো কার পথে যারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। গণতন্ত্রে হিংসার বাতাবরণ কায়েম করেছে মমতার সরকার। মোদী বলেন, "দেশকে যারা টুকরো করতে চাইছে দিদি তাদের পক্ষে রয়েছেন। ফলে পরিষ্কার তৃণমূল মা'কে ভুলে গিয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে। অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে মমতা সরকার। দিদির এই পদক্ষেপ মানুষ'কে অপমানের সামিল। গত বেশ কয়েকটি ভোটে রাজ্যে হিংসার ঘটনা ঘটেছে। যা মানুষের ক্ষতি করেছে।"

কাশ্মীরের জন্য পৃথক প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির দাবি জানিয়ে নয়া বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা। এইদিন জম্মু-কাশ্মীরের এই দাবি নিয়েও কোচবিহারে সরব ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এনসির বিরোধী জোটে থাকায় 'পৃথক প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি'র দাবি নিয়েও তৃণমূল নেত্রীর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, "যারা এই ধরণের দাবি করছে দিদি তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। যার পরিণতি ভয়ঙ্কর।"

এদিন মোদী বলেন, "পিসি-ভাইপো জুটি রাজ্যকে অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে।" প্রধানমন্ত্রীর কথায় বাংলার সমস্যার অন্যতম কারণ অনুপ্রবেশ। ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশকারীদের রেহাই মিলবে না বলে এদিন ফের হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

বিরোধী জোটের অন্যতম মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদীকে ক্ষমতা চ্যূত করতে মরিয়া তিনি। তৃণমূল সুপ্রিমোর মুখে প্রায়ই শোনা যায়, "মোদী হঠাও দেশ বাঁচাও।" যাকে কটাক্ষ করে মোদীর জবাব, বিজেপির প্রতি মানুষের সমর্থন বাড়ছে। যা দিদির রাগের কারণ। দিদি নির্বাচন কমিশনের উপর রাগ দেখাচ্ছে। আয়নায় নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন উনি। তাই এত সহজে মোদীকে হঠানো যাবে না বলেও এদিন তিনি স্পষ্ট করেন।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএসএফ'র পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সেই সাথে নেশাবিরোধী এবং চোরা পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার আবগারি দপ্তর ও বিএসএফ যৌথ ভাবে অভিযান চালায় সোনামুড়া বাসিন্দা বিল্লাল মিঞ্রার বাড়ি এবং দোকানে। অভিযান চালিয়ে বিল্লাল মিঞ্রা সহ বাংলাদেশের নাগরিক খাদের মিঞ্রাকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ২৮ হাজার ইয়াবা টেবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। যার বাজারমূল্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। সেই সাথে বাংলাদেশের ১ হাজার ৫০ টাকা এবং ভারতের ১ লক্ষ ৩১ হাজার ১৭০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে সোনামুড়া থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

খয়রাশোলে খুনের রাজনীতি ছাড়ার আর্জি অনুব্রত

খয়রাশোল, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : এক মাসের ব্যবধানে ফের একবার খুনের রাজনীতির বদ্ধভূমি খয়রাশোলে খুনোখুনি বন্ধ করার আর্জি জানালেন অনুব্রত মন্ডল। সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার ডাক দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি।

বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে রবিবার খয়রাশোলে সভা করেন অনুব্রত মন্ডল। দুস্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে ওই ব্লকে ইতিমধ্যে তৃণমূলের তিনজন ব্লক সভাপতি সহ কয়েকজন দলীয় নেতা খুন হয়েছেন। বীরভূমের ওই ব্লককে খুনের রাজনীতির বদ্ধভূমি বলেই কার্যত চিহ্নিত করেছেন জেলাবাসী। সেখানেই দলীয় সভায় খুনোখুনি বন্ধ করে সুন্দর পরিবেশ গড়ার ডাক দিলেন অনুব্রত মন্ডল।রবিবার তিনি বলেন, "আমি জানি খয়রাশোলের মানুষ খুব সচেতন। খয়রাশোলের মানুষকে বলব খুন খারাপি বন্ধ করুন। খুন খারাপি আমি আপনিই পারি বন্ধ করতে। কোন হানাহানির দরকার নাই। সাধারণ গরিব মানুষ সকলেই দুঃখ কষ্ট পাই। আসুন খয়রাশোলকে সুন্দর পরিবেশে নিয়ে যায়।"

প্রসঙ্গত, গত ৩ মার্চ খয়রাশোলেই বুথস্তরের কর্মীসভা করেন অনুব্রত। ওই দিনও তিনি খুনের রাজনীতি বন্ধ করার নিদান দিয়ে এক সঙ্গে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন দলের কর্মীদের। কিন্তু তারপরও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ভাটা পরেনি। ভোটের আগে দু"পক্ষে ঠিক রাখতে ব্লক সভাপতি দীপক ঘোষ খুনে অভিযুক্ত জেল হেপাজতে থাকা উজ্জ্বল কাদেরির জামিনের জন্য সিউড়ির জেলা কমিটির মিটিংয়ে সরকারি আইনজীবি মলয় মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল অনুব্রতর বিরুদ্ধে। পরে অবশ্য উজ্জ্বল জামিন পেয়েছেন। তাকে এদিন মঞ্চেই দেখা যায়। খয়রাশোলের সভা থেকে এদিন অনুব্রত মন্ডল কার্যত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে দলীয় প্রচারে দু"পক্ষ কতটা নেমেছে সেই জলই মেপে নিলেন।

বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রীকে চড়া সুরে আক্রমণ করেন অনুব্রত। তিনি বলেন, """'আজ আবার নরেন্দ্র মোদী নতুন একটা ভাষণ দিয়েছে বলেছেন ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি করবে। তার মানে হিন্দু-মুসলমান আলদা করবে। আমরা তা মানব না। ঘাড় ধরে তোমাকে পশ্চিমবাংলা থেকে আমরা বের করে দেব"। খয়রাশোলের সভা থেকে অনুব্রত মন্ডল বলেন, "জানবেন শতাব্দী রায়কে ভোট দেওয়া মানে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করা। বিয়াল্লিশটা কেন্দ্রেই প্রার্থীই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

অসম বিধানসভার প্রতিষ্ঠা দিবসে শ্রেষ্ঠ বিধায়কের পুরস্কার পেলেন বসির আহমেদ

গুয়াহাটি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : অসম বিধানসভার ৮২-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ২০১৮-১৯ সালের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীর পৌরোহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ বিধায়কের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ২৬ নম্বর পশ্চিম বিলাসীপাড়ার বিধায়ক এআইইউডিএফ-এর হাফিজ বসির আহমেদ কাসিমিকে। এই পুরস্কারে অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে বসির আহমেদক ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুরস্কারের চেক হাতে নিয়ে কাসিমি বলেছেন, টাকাগুলি তিনি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় নিহত শহিদদের নামে উৎসর্গ করবেন।

এদিকে শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ভবেন ঘিমিরকে। শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক পুরস্কারে রয়েছে নগদ ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া বিধানসভার শ্রেষ্ঠ কর্মচারী হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছেন জনৈক মাধব ছেত্রী। শ্রেষ্ঠ কর্মচারী পুরস্কারেও রয়েছে ১ লক্ষ টাকা। সব পুরস্কার প্রাপককে এক-একটি প্রশস্তিপত্র, ফুলাম গামোছা ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। অসম বিধানসভার ৮২-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিলেন, বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল দেবানন্দ কেঁওর, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহন্ত, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি এবং শাসক-বিরোধী বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও বিধানসভার কর্মচারীবর্গ। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কণ্ঠশিল্পী তরালী শর্মা পরিবেশিত গানের মধ্য দিয়ে। বিধানসভার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে একটি স্মরণিকা উন্মোচন করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহন্ত।

দেওধর

● প্রথম পাতার পর

ভৌমিক বলেন, সব কিছুর জবাব মুখে দেওয়া যায় না। এর জবাব সাধারণ মানুষ এবার ব্যালটের মাধ্যমে দেবেন। বিজেপি তাঁর কখনও ঘর ছিল না। দীর্ঘদিনের বাম শাসন থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে তিনি বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন মাত্র। তবে এটা নাকি তাঁর জীবনের অন্যতম সবচেয়ে বড় এক ভুল ছিল। দীর্ঘ ৩৫ বছর কংগ্রেস দলে তিনি ছিলেন। এখন আবার ফিরে এসেছেন কংগ্রেসে। অর্থাৎ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন, বলেন সুবল ভৌমিক।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

বিস্ফোরিত হলে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারত। এলাকায় অশান্তির পরিবেশ কায়েম করার লক্ষ্যেই এধরনের চক্রান্ত লিপ্ত হয়েছে চক্রান্তকারীরা। পরিবেশকে বিষিয়ে তুলে, আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলে, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। তিনি বলেন, বিধানসভা কেন্দ্রের এই এলাকাতে সিপিএমের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এখানকার ৮০ শতাংশ ভোটর সিপিএমের। সে কারণেই গত কিছুদিনের মধ্যে ৫টি স্থানে বোমা নিক্ষেপ করে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম চারটি ক্ষেত্রে রাতের বেলা বোমা নিক্ষেপ করা হয়। রবিবার প্রকাশ্য দিবালোকেই তাজা বোমা রেখে যায় আতঙ্ক সৃষ্টিকারীরা। এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা ভানুলাল সাহা।

ভোট

● প্রথম পাতার পর

(এস টি) ই ডি সি এবং পোষ্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ সম্পর্কিত ফর্ম ১২ এবং ১২ এ এ'চে' করা হয়েছে। ৯ এপ্রিল ও এই কাজটি করা হবে। সি ই ও জানান, ভোটররা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন সেজন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্পেশাল পুলিশ অবজারভার আজ হেজামারা, জিরানীয়া, মোহনপুর, সদরের বিভিন্ন এলাকায় সারপ্রাইজ ভিজিট করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক প্রমথ র'ন ভ-াচার্য, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উযাজেন মগও উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিজের গার্ডওয়াল

আটের পাতার পর

রাস্তা দিয়ে যাতায়াত কারী পন্যবাহী গাড়ি। অন্যদিকে, প্রত্যন্ত সুন্দরবন থেকে মানুষ বারুইপুরে আসে এই রাস্তা দিয়ে। সুন্দরবন ও বারুইপুরের সংযোগকারী এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারন মানুষ সহ ব্যবসায়ীরা। এদিন পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বারুইপুর থানার পুলিশ। যদিও কবে থেকে আবার যান চলাচল স্বভাবিক হবে, সে বিষয়ে এখনই কিছু জানতে পারেনি পুলিশ।

বসিরহাটের লড়াই বিজেপির সঙ্গে হুজি-জামাতের, তৃণমূলকে কটাক্ষ করে মন্তব্য সায়ন্তন বসুর

বসিরহাট, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে লড়াই এর বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে রবিবার দাউদপুর থেকে বিজেপি প্রার্থী সায়ন্তন বসু বলেন, ঙ্র' বসিরহাটের লড়াই বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের নয়, এখানে বিজেপির সঙ্গে লড়াই হবে জামাতের। বিজেপির সঙ্গে লড়াই হবে হুজির। এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসগুলি হুজি ও জামাতের অফিসে পরিণত হয়েছে'।

গত ২৬ মার্চ বসিরহাট ভ্যাবলা ময়দানে প্রথম জনসভা করেন বসিরহাট লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সায়ন্তন বসু। যে সভায় কেন্দ্র বাহিনীকে গুলির নির্দেশ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে বক্তব্য রাখার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। তারপর বিজেপি প্রার্থীর নামে বসিরহাট জেলা পুলিশের কাছে একাধিক মামলা দায়ের করা হয় সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। যার মধ্যে সন্দেশখালি ও ন্যাজাট দুই থানাতেই একটি করে মামলা দায়ের হয় সায়ন্তন বসুর বিরুদ্ধে। সায়ন্তন বসু বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেশখালিতে তার কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন তৃণমূলীরা। এমনই পরিস্থিতিতে রবিবার সেই সন্দেশখালিতেই সভা করলেন সায়ন্তন বসু। এদিন সন্দেশখালির দাউদপুর বাজারে পথসভায় বক্তব্য রাখার সময় রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে জামাত ও হুজির যোগ রয়েছে বলে ইঙ্গিত করে সায়ন্তন বসু বলেন, ঙ্র' নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে না পারলে কি হবে! পাকিস্তানও লাফাবে আবার দিদিও লাফাবে। ভারতে জঙ্গি হামলা থেকে শুরু করে ভারত পাকিস্তানের মাটিতে এয়ার স্ট্রাইক করার ঘটনায় পাকিস্তানের সঙ্গে দিদিও প্রমান চাইছেঙ্র'। সন্দেশখালি এলাকার সায়ন্তন বসুর কুশপুতুল পোড়ানো থেকে শুরু করে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ঙ্র'২০১১ সালের ২৬ শে জানুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের লালচকে পতাকা তুলতে গেলে জম্মু-কাশ্মীরের জঙ্গিরা পতাকা উত্তোলনে বাধা দিয়েছিল আমাকে। সে সময় পাকিস্তানের সাহায্য করতে জঙ্গিরা কিছু করতে পারিনি আমায় তো তৃণমূলের দু-চারটে হিজরা কি করবে আমায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে নিষিদ্ধ পল্লীতে স্বাস্থ্য শিবির

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : লক্ষ্মী, শোভা, মালতী, রাণু আর পাঁচটা দিনের চেয়ে আজ দিনটা ওঁদের কাছে ছিল একটু অন্যরকম। না, রবিবার ছুটির দিন বলে নয়। বিছানায় না পড়লে তো ডাক্তার-বদ্যির কাছে যাওয়াই হয় না। কিন্তু আজ আশিসদা-র দৌলতে ওঁদের হরেক রকম শারীরিক পরীক্ষা হল।

উত্তর কলকাতার নিষিদ্ধ পল্লী ও আশেপাশের প্রায় ২০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হল 'মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক'-এর শিবিরে। এই সংগঠনের কর্ণধার ডি আশিস। পল্লীবাসীদের কাছে আশিসদা বলে একনামে পরিচিত। প্রায় চার দশক ধরে হরেক রকম সামাজিক কাজ করেন।

'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে আশিসবাবু জানান, ঙ্র'আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। মূল উদ্যোক্তা অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের তরুণ স্মৃতি সংঘ এবং লায়ন্স ক্লাব। আমরা সহযোগিতা করেছি মাত্র।ঙ্র' শিবিরে অংশগ্রহণকারীর ৯০ শতাংশই ছিলেন মহিলা। সন্ধ্যা, আরতি, বাবি, আল্পনার মত নিষিদ্ধপল্লীর বাসিন্দা। ওঁরা জানান, "হাটখোলার এই সংগঠন মাঝে মাঝে এ রকম শিবির করে। ওরা হেল কার্ডও করিয়ে দিয়েছে। যেটি দেখিয়ে সময়বিশেষে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানোর সুযোগ পাবেন।"

ঘুঁটিয়ারি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

জীবনতলা, ৭ মার্চ (হি.স.) : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুঁটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির অন্তর্গত গাঁথিতে।

রবিবার দুপুরে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এলাকার স্থানীয়দের দাবী, এই এলাকায় স্থানীয় কাউকে খুনের উদ্দেশ্যেই এই যুবক আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘুঁটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির পুলিশ সেখানে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ঠিক কি কারণে ওই যুবক এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল সে সম্পর্কে জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আলজারি জোসেফের ৬ উইকেট শিকারে হায়দরাবাদকে হারাল মুম্বই

হায়দরাবাদ, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : দ্বাদশ আইপিএলে দুই ক্যারিবিয়ানের দাপটে হায়দরাবাদকে হারাল মুম্বই। প্রথমে কায়রন পোলার্ডের ২৬ বলে অপরাজিত ৪৬ রানের ইনিংস খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা মুম্বইকে লড়াই করার জমি খুঁজে দেয়।

কিন্তু তারপর আলজারি জোসেফের ৬ উইকেট হায়দরাবাদের কফিনে পেরেক পুঁতে দিল মুম্বই। লো স্কোরিং ম্যাচে হায়দরাবাদকে ৪০ রানে হারাল মুম্বই।

শনিবার রাতে টস জিতে এদিন প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন হায়দরাবাদ অধিনায়ক ভুবনেশ্বর কুমার। কিন্তু মহম্মদ নবি, সিদ্ধার্থ কৌল, রশিদ খানদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে মুম্বই। রোহিত শর্মা ১১, কুইন্টন ডি"কক ১৯, ইশান কিষান ১৭, হার্দিক পাণ্ডিয়া ১৪ রান করে আউট হলেও একা লড়াই চালিয়ে গেলেন কায়রন পোলার্ড। ২৬ বলে ৪৬ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ২টি উইকেট নেন সিদ্ধার্থ কৌল। একটি করে উইকেট নেন ভুবনেশ্বর কুমার, সন্দীপ শর্মা, মহম্মদ নবি, রশিদ খান। শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান তোলে মুম্বই।

মাত্র ১৩৭ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে ওয়ার্নার-বেয়ারস্টো জুটিকে ভাঙলেন রাহুল চাহর। এরপর আলজারি জোসেফের দাপট। আইপিএল অভিষেকেই মাত করে দিলেন তিনি। ১২ রান দিয়ে নিলেন ৬টি উইকেট। শুরু করলেন ওয়ার্নারকে বোল্ড করে আর শেষ করলেন সিদ্ধার্থ কৌলকে আউট করে। হায়দরাবাদের কেউই সেভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। সর্বোচ্চ ২০ রান করেন দীপক হুডা।

আলজারির পাশাপাশি ২টি উইকেট নেন রাহুল চাহর। একটি করে উইকেট নেন বেহরনড্রফ ও বুমরাহ। ১৭.৪ ওভারেই ৯৬ রানে হায়দরাবাদ অলআউট হয়ে ৪০ রানে ম্যাচ জিতে নিল মুম্বই।

বুন্দেশলিগার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বরুসিয়াকে হারাল বায়ার্ন

মিউনিখ, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে বায়ার্ন মিউনিখ স্বমহিমায় ফিরল। এবার বুন্দেশলিগায় বায়ার্নের চ্যাম্পিয়ন হওয়া হবে না। বায়ার্ন জিতে বায়ার্নের পয়েন্ট ২৮ ম্যাচে ৬৪। ঠিক এক পয়েন্ট পিছনে বরুসিয়া। শনিবার বুন্দেশলিগার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বায়ার্ন কার্যত উড়িয়ে দিল বরুসিয়াকে। বিরতির আগেই চার গোল। যা বায়ার্নকে জয়ের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে।

জাতীয় টিম থেকে বাদ পড়া ফুটবলার হুমেলসের প্রথম গোল। যা দিয়ে গোলের শুরু। সাত মিনিট বাদে লেবানডস্কির গোল। তাঁর জোড়া গোলে বায়ার্নের জয় আরও সুনিশ্চিত হয়। ডর্টমুন্ড এ দিন চাপে পড়ে গিয়েছিল ২০ মিনিটের মধ্যে দু"গোল হজম করে। জোড়া গোল দিয়ে লেবানডস্কি বুন্দেশলিগায় সর্বোচ্চ ১৫ গোল তাঁর। সর্বোচ্চ স্কোরারে দৌড়ে পোলিশ স্ট্রাইকার।

আয়াক্সের বিপক্ষে ফিরবেন রোনালদো, আশা কোচের

লন্ডন, ৭ এপ্রিল ।। চোটের কারণে ইউভেন্তুসের হয়ে সেরি আয় শেষ তিন ম্যাচে খেলতে পারেননি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। তবে আয়াক্সের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডকে ফিরে পেতে আশাবাদী কোচ মাস্সিমিলিয়ানো আল্লেগ্রি। গত মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে সার্বিয়ার বিপক্ষে পর্তুগালের ইউরো বাছাইপর্বের ম্যাচে ডান পায়ে চোট পান রোনালদো। আন্তর্জাতিক বিরতির আগের দুই ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। তাই সব মিলিয়ে ক্লাবের হয়ে মোট পাঁচ ম্যাচে খেলেননি তিনি।আগামী বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় আয়াক্সের মাঠে খেলতে নামবে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। এই ম্যাচে দলের সেরা তারকাকে পাওয়ার আশার কথা স্কাই ইতালিকে জানান আল্লেগ্রি।"সে সবসময় প্রস্তুত। তবে আমি তাকে বলেছি আজ বিশ্রাম নিতে। বুধবার আয়াক্সের বিপক্ষে তাকে পাওয়ার ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী।"শনিবার লিগে এসি মিলানের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে আল্লেগ্রি বলেন, "রোনালদো সুস্থ হয়ে উঠছে। আয়াক্সের বিপক্ষে তাকে খেলতে দেখার ভালো সম্ভাবনা আছে। তবে এই দিনগুলো অপেক্ষা করা যাক।""আমাদের হাতে রোববার, সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার আছে। চার দিন বাকি আছে আর এই চার দিনে সম্ভাবনা বাড়তে পারে।" গত বছর জুলাইয়ে রিয়াল থেকে ইউভেন্তুসে যোগ দেওয়া রোনালদো চলতি মৌসুমে সেরি আয় ১৯ গোলসহ সব প্রতিযোগিতা মিলে মোট ২৪ গোল করেছেন।

শিরোপার পথে দুই ধাপ এগিয়েছে বার্সা: সুয়ারেস

লন্ডন, ৭ এপ্রিল ।। লা লিগায় পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে দল শিরোপা জয়ের পথে দুই ধাপ এগিয়ে গেছে বলে মনে করছেন বার্সেলোনার ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেস। এই জয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলছেন কাতালান দলটির কোচ এরনেস্তো ভালভেরদেও। ঘরের মাঠ কাম্প নউয়ে শনিবার ২-০ গোলে জিতে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। এতে লিগে সাত ম্যাচ বাকি থাকতে আতলেতিকোর চেয়ে ১১ পয়েন্টে এগিয়ে আছে বার্সেলোনা।সরাসরি লাল কার্ড দেখে প্রথমার্ধে দিয়েগো কস্তা মাঠ ছাড়ার পর রক্ষণাত্মক হয়ে পড়া আতলেতিকোকে প্রচণ্ড চাপে রেখেও সহজে গোলের দেখা পায়নি বার্সেলোনা। ম্যাচ জুড়ে দারুণ খেলা গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাককে ৮৫তম মিনিটে ডান পায়ের বাঁকানো শটে পরাস্ত করেন সুয়ারেস। পরের মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি।এই জয়ে ১১ বছরে অষ্টম লিগ শিরোপার পথে অনেকটাই এগোনো গেছে বলে মনে করেন সুয়ারেস।"আজকে আমরা শুধু এক ধাপ এগোইনি, আমরা দুই ধাপ সামনে এগোলাম। অবশ্যই এখন আমরা খুব বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছি। কিন্তু এখনও কিছু ম্যাচ বাকি আছে। আর এটা এখনও কঠিন হতে পারে।""এই ম্যাচ আরেকবার দেখাল যে লিগ জেতা কতটা কঠিন। আর আমরা যা অর্জন করছি তার জন্য আমরা অনেক প্রশংসার দাবিদার।"আতলেতিকোকে হারাতে পেরে দারুণ খুশি ভালভেরদে।"এই তিন পয়েন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের এখনও কাজটা শেষ করতে হবে। কিন্তু আজকের (শনিবার) ম্যাচটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।""আমরা খুব খুশি কারণ আমরা জানি যে আতলেতিকো কি, দারুণ একটা দল যারা ১০ জন নিয়েই শেষ পর্যন্ত লড়াই করল।"৩১ ম্যাচে ২২ জয় সাত ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭৩। দুইয়ে থাকা দিয়েগো সিমেওনের দলের সংগ্রহ ৬২ পয়েন্ট। ৬০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ।

এভারটনের মাঠে আর্সেনালের হার

লন্ডন, ৭ এপ্রিল ।। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে ওঠার সুযোগ হারাল আর্সেনাল। নিজেদের মেলে ধরতে ব্যর্থ হয়ে এভারটনের মাঠে হেরে গেছে উনাই এমেরির দল। গুডিসন পার্কে রোববার স্থানীয় সময় দুপুরে ১-০ গোলে জেতে স্বাগতিকরা। সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে লিগের প্রথম পর্বে এভারটনকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল আর্সেনাল।ম্যাচের শুরুতেই গোল খেয়ে বসে আর্সেনাল। দশম মিনিটে লুকা দিনিয়ের লম্বা থ্রোয়িং ডি-বক্সে ডিফেন্ডাররা বিপদমুক্ত করতে ব্যর্থ হলে গোলমুখে বল পেয়ে টোকা দিয়ে জালে পাঠান ইংলিশ ডিফেন্ডার ফিল জাগিয়েলকা।৬০তম মিনিটে প্রতি-আক্রমণে গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন এভারটনের বের্নার্দ। তবে শট নিতে দেরি করে ফেলেন এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার। খানিক পর আরেক ব্রাজিলিয়ান রিশার্লিসনও ডি-বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে শট নিতে ব্যর্থ হলে ব্যবধান বাড়েনি। পুরো ম্যাচে অধিকাংশ সময় বল দখলে রাখলেও আক্রমণে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি আর্সেনাল। নিশ্চিত কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারেনি তারা। ফলে মৌসুমে সপ্তম হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে দলটি।৩২ ম্যাচে ১৯ জয় ও ছয় ড্রয়ে চতুর্থ স্থানে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ৬৩। ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে টটেনহ্যাম হটস্পার।৩৩ ম্যাচে ১৩ জয় ও সাত ড্রয়ে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে আছে এভারটন।শুক্রবার সাউথ্যাম্পটনের মাঠে ৩-১ গোলে জেতা লিভারপুল ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে ম্যানচেস্টার সিটি। এক ম্যাচ অবশ্য কম খেলেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। চেলসির পয়েন্টও আর্সেনালের সমান ৬৩, তবে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে পাঁচ নম্বরে আছে মাওরিসিও সাররির দল। ষষ্ঠ স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পয়েন্ট ৬১।

বেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন না রিয়াল কোচ

লন্ডন, ৭ এপ্রিল ।। লা লিগায় এইবারের বিপক্ষে ঘরের মাঠে সমর্থকদের দুয়ো শুনেছেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড গ্যারেথ বেল। ক্লাবে ওয়েলস উইঙ্গারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন না কোচ জিনেদিন জিদানও। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে শনিবার ২-১ গোলে জিতে রিয়াল। বিরতির আগে পিছিয়ে পড়া দলকে ৫৯তম মিনিটে সমতায় ফেরান করিম বেনজেমা। প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স দেখাতে পারেননি একাদশে ফেরা বেল। ৮১তম মিনিটে তার বদলি হিসেবে মাঠে নামা টনি ক্রুসের ক্রস থেকে জয়সূচক গোলটি করেন বেনজেমা। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে ২৯ বছর বয়সী বেলকে নিয়ে কথা বলেন জিদান। গত সপ্তাহে চলতি মৌসুমের শেষে আক্রমণভাগের এই সদস্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আভাস দিয়েছিলেন ফরাসি কোচ।

এরপর ছয়ের পাতায়

ছুটি শেষে মাঠে ফিরছেন মুস্তাফিজ

লন্ডন, ৭ এপ্রিল ।। ছুটি কাটিয়ে মাঠে ফিরছেন মুস্তাফিজুর রহমান। গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিপক্ষে শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলবেন বাঁহাতি এই পেসার। লম্বা বিরতির পর ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলবেন মুস্তাফিজ। ২০১৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর সবশেষ তিনি এই প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন। ২৫ লাখ টাকার 'এ' প্লাস ক্যাটাগরিতে থাকা মুস্তাফিজকে ড্রাফট থেকে দলে নিয়েছিল শাইনপুকুর। ৬ এপ্রিলের পর থেকে তাদের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে খেলার কথা ছিল তরুণ

এই পেসারের। গত ১৫ মার্চ ক্রাইস্টচার্চে দুটি মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার পর বাতিল হয়ে যায় নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের তৃতীয় টেস্ট। পরদিন দেশে ফিরে আসেন ক্রিকেটাররা। ঢাকা পৌঁছেই সাতক্ষীরা চলে যান মুস্তাফিজ। সেখানে কদিন আগে বিয়েও করেন তিনি।গত সপ্তাহে ঢাকায় ফেরা মুস্তাফিজ রোববার প্রথমবারের মতো শাইনপুকুরের অনুশীলনে ছিলেন। টানা ৬ ওভার বোলিং করার পর অংশ নেন দলের মিটিংয়েও। পরে জানান, সোমবার মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গাজী গ্রুপের বিপক্ষে মাঠে নামার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।"এখানে একদিন অনুশীলন করেছি। তবে বাড়িতে কিন্তু জিম আর বোলিং নিয়মিতই করেছি। আজ শাইনপুকুরের অনুশীলনে টানা বোলিং করেছি। এই মুহূর্তে আমার কোনো সমস্যা নেই। আশা করি, কাল খেলতে কোনো সমস্যা হবে না।"ভাবনায় আছে বিশ্বকাপ প্রস্তুতিও। তবে এই মুহূর্তে দলের জয়ে অবদান রাখার দিকে বেশি মনোযোগ মুস্তাফিজের।"এতো কিছু ভেবে তো খেলতে নামা যায় না। তবে প্রিমিয়ার লিগে ভালো করলে বিশ্বকাপে এই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগবে।"

যে কোন স্মার্ট ফোনেও ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই ভিডিও সহ খবর পড়তে পারবেন সহজে

নির্বাচনের জন্য অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন কমিশনের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : হাতে গুনে আর কয়েক দিন। তারপরেই সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনউ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন হোক শান্তিরউ শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠভাবে নির্বাচন করতে রাজ্যে আরও ২৫ থেকে ৩০ কোম্পানি অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

অতিরিক্ত ২৫ থেকে ৩০ কোম্পানি বাহিনী উত্তরপূর্ব থেকে রাজ্যে আসতে পারে। কমিশন সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই জঙ্গলমহল থেকে ২৯ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী উত্তরবঙ্গে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যে আসা ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার জন্য নির্দেশ এসেছে। ঝাড়খন্ড থেকে ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনি আনা হবে বলেই জানা গিয়েছে। ঝাড়খন্ড মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় যে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে সেখান থেকেই ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাজ্যের প্রথম দফা নির্বাচনে কোচবিহার এবং আলিপুরদোয়ার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। এই বাহিনী ছাড়াও অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করার জন্য তোড়জোর শুরু হয়েছে বলেই কমিশন সূত্রের খবর।

দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কংগ্রেস, দাবি যোগীর

হায়দরাবাদ, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : কংগ্রেসকে ভোট দিলে সন্ত্রাসবাদী এবং মাওবাদীরা আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কংগ্রেস। রবিবার তেলাঙ্গানার পেডাপাল্লীতে এক নির্বাচনী জনসভায় এমনই দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোনও রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সেনাবাহিনী বাধা দিয়েছিল তৎকালীন ইউপিএ সরকার। সন্ত্রাস দমনে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। এমনকি জঙ্গিদের বিরিয়ানি খাওয়েছিল কংগ্রেস। অন্যদিকে জঙ্গি মোকাবিলায় গুলি দিয়েই পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপি সরকার। জঙ্গিদের পাল্টা জবাব হচ্ছে বুলেট। এমনকি অ্যান্টি স্যাটেলাইট ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতেও বৈজ্ঞানিকদের বাধা দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছেন তিনি। যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেন, দেশের সমৃদ্ধি এবং গর্বের জন্য বিজেপি কাজ করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং এয়ারস্ট্রাইক চালিয়ে যোগ্য জবাব দিয়েছে বিজেপি। টিআরএসের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, তেলেঙ্গানায় আসাদউদ্দিন ওয়েসির হাত শক্ত করেছে টিআরএস। কংগ্রেস এবং টিআরএস দেশ-বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

মহাজোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নিয়ে কংগ্রেস সভাপতিকে ঠেস অমিত শাহের

বারগড়, ৭ এপ্রিল (হি.স.): বিরোধীদের তথাকথিত মহাজোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে খোঁচা দিলেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। পশ্চিম ওড়িশার বারগড়ে নির্বাচনীয় জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, মহাজোটের নেতা কে হবেন তা নিয়ে জনসমক্ষে কিছুই বলতে পারছেন না রাহুল গান্ধী। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যদি মহাজোট জিতে যায় তবে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা জানেন না কংগ্রেস সভাপতি। একদিকে যখন এনডিএ-র নেতা হিসেবে ফের এক প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। তখন

ছয়ের পাতায় দেখুন

আর মাত্র কয়েকদিন বাদেই লোকসভা নির্বাচন। তাই এখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী প্রতীমা ভৌমিকের। ছবি- নিজস্ব।

জল্পনার অবসান, দুর্গাপুরের ''জামাই'' সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী

দুর্গাপুর, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : জল্পনার অবসান। অবশেষে শিল্পশহরের ''জামাই'' সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনের বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন। রবিবার তাঁর নামে শিলমোহর দিয়ে ঘোষণা করল বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সম্পাদক জগৎপ্রসাদ নাড্ডা। আলুওয়ালিয়ার প্রার্থী হওয়ায় বিরোধীদের খানিকটা চাপ বাড়বে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত, গত ১০ মার্চ ১৭তম লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়। এরাজ্যের ৪২টি আসনের প্রায় সবক''টিতে বিরোধীরা প্রার্থী ঘোষণা করেছে। প্রচার শুরু হয়েছে পুরোদমে। এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারজ কেউই। দেশজুড়ে গেরুয়া শিবিরের দমকা হওয়া। রাজ্যের ৪১টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা না করায় বিস্তর জল্পনা শুরু হয়। আর তাই বিরেধীরা কটাক্ষ শুরু করে। মুকুল ঘনিষ্ঠ না সংঘ ঘনিষ্ঠ তা নিয়েও জল্পনার শেষ ছিল না। ৩ এপ্রিল বিজেপির ব্রিগেড সভার পর জল্পনার খানিকটা অবসান হতে শুরু করে। গুঞ্জন শুরু হয় শিল্পশহরের ''জামাই''-কে কি প্রার্থী করতে চলছে গেরুয়া শিবির? রবিবার সব জল্পনার অবসান হয়। বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সম্পাদক জগৎ প্রসাদ নাড্ডা এদিন দুটি আসনের দুই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন আশীষ কুমার বিশ্বাস। অন্যদিকে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনের প্রার্থী করা হয়েছে সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াকে। প্রশ্ন, কে এই আলুওয়ালিয়া?

সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া মূলত আসানসোলের জে কে নগরের বাসিন্দা। পড়াশোনা আসানসোলে। এছাড়া পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পেশায় আইনজীবী। দুর্গাপুর গোপাল মাঠে বাঙালী, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে বিয়ে করেন। স্ত্রী মনিকা আলুওয়ালিয়া। রাজনৈতিক জীবন শুরু কংগ্রেস থেকে। ১৯৮৬ সালে প্রথম রাজ্যসভার সাংসদ হন বিহারের। পরে লোকসভার সাংসদ ও একাধিক কেন্দ্রে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীকালে বিজেপিতে যোগ দেন। গত ২০১৪ সালে দার্জিলিং থেকে প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। কর্মদক্ষতা যথেষ্ট ভাল। তেমনই অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদীর খুবই কাছের লোক। তিনি কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। সেই কারণে দুর্গাপুরের হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কারখানা পুনরুজ্জীবন নিয়ে উদ্যোগীও হয়েছেন। আর তাই বর্ধমান-দুর্গাপুরের মতো শিল্প-কৃষি সংমিশ্রিত আসনটি হাত ছাড়া করতে নারাজ বিজেপি। আর তাই সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার মতো বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদকে প্রার্থী করে বাজিমাত করতে চাইছে বিজেপি। এদিন ফোনে সুরিন্দরবাবু জানান, ঙ্র'জন্ম এবং পড়াশোনা সবই শিল্পাঞ্চলে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকলেও জয়ের বিষয়ে আশাবাদী।' তিনি জানান,পঞ্চাশের দশকে দুর্গাপুরে যেমন শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। তেমনই বিজেপি ক্ষমতায় আসলে আবার নতুন করে শিল্পের প্রসার ঘটবে। বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার পুনরুজ্জীবন হবে। কৃষির উন্নতি করা হবে। এককথায় প্রাণ ফিরে পাবে বর্ধমান-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও কৃষি অঞ্চল।ঙ্র' তবে জামাই বাবু বিজেপি প্রার্থী হলেও, শ্যালক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলকেই জয়ী দেখতে চান। অমিতাভবাবু দুর্গাপুর পুরসভার তৃণমূল থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলার। তিনি বলেন, পারিবারিক সম্পর্কটা পরিবারে সীমাবদ্ধ। রাজনীতিটা রাজনৈতিক ময়দানে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মা। তাই আশাবাদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হবেন। এবং এই আসনে তৃণমূল জিতবে।'

নদীপথে সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরে ঘুরে প্রচার সারলেন জয়নগরের বিজেপি প্রার্থী

গোসাবা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : নদীপথে সুন্দরবনের এক দ্বীপ থেকে অন্যদ্বীপে ঘুরে ঘুরে রবিবাসরীয় প্রচার সারলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কাণ্ডারি। এদিন সকালে গদখালি খেয়াঘাট থেকে লঞ্চে চেপে প্রচারের কাজ শুরু করেন অশোকবাবু।

কখনো লঞ্চ তো কখনো ভুটভুটিতে চেপে এক দ্বীপ থেকে অন্যদ্বীপে পাড়ি দেন এই বিজেপি প্রার্থী। বিশেষ করে এদিন সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের ছোট মোল্লাখালি, বেলতলি সহ আশপাশের এলাকায় প্রচার সারেন এই চিকিৎসক প্রার্থী। ভোটে জিতে আগে এই প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে চান তিনি। সুন্দরবনের দ্বীপগুলিকে একে অপরের সঙ্গে সেতুর মাধ্যমে জুড়ে দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নই প্রধান লক্ষ্য বলে জানান অশোকবাবু। এদিন অশোকবাবুর সঙ্গে ছিলেন গোসাবা দুই নম্বর মণ্ডলের কার্যকর্তাগণ। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারলে তিনিই এই কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন বলেও আশাবাদী এই বিজেপি প্রার্থী।এদিন ভোটের প্রচারে বেড়িয়ে সকাল সকাল গোসাবা ব্লকের ছোট মোল্লাখালি দ্বীপে যাওয়ার জন্য গদখালি থেকে লঞ্চে চাপেন এই জয়নগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে নদী পথে এগোতে এগোতেই বিভিন্ন খেয়াঘাটে নৌকা দাঁড় করিয়ে এলাকার মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন ডাঃ অশোক কাণ্ডারি। তাকে ভোট দিয়ে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে শক্ত করে সুন্দরবন উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান তিনি। এদিন ভোট প্রচারের বেরিয়ে ডাঃ অশোক কাণ্ডারি বলেন, " মানুষকে যদি আমি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পাড়ি তাহলে আমি এই কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জিতবো। কারণ দেশের উন্নয়ন ও দেশকে শক্তিশালী করার জন্য এলাকার সাধারণ মানুষ নরেন্দ্র মোদীজীর সঙ্গে রয়েছেন। আর সেই কারণেই আমি এই কেন্দ্র থেকে জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত''। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে ভোটের প্রচারে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কাণ্ডারি। এদিন কখনও নৌকায় চেপে দলীয় কর্মীদের নিয়ে একদ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে প্রচার সারেন, তো কখনও নিজেই ভুটভুটি চালান।

এবার রকস্টারের ভূমিকায় পরমব্রত

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় মানেই সিরিয়াস ক্যারেকটার। তবে, এবার আর সিরিয়াস ক্যারেকটার নয় অভিনেতা পরমব্রতকে এই প্রথমবার দেখা যাবে রকস্টারের ভূমিকায় উ শবনম ফিরদৌসের পরিচালনায় নতুন ছবি 'আজব কারখানা'-র জন্যই রকস্টার হতে হয়েছে পরমব্রতকে।

রক গানের সঙ্গে বাংলার লোকগানের মেলবন্ধনেই তৈরি হবে ছবি। ছবির গল্প অনুযায়ী, রক গানের জন্যই পরমব্রতর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। পরে এক টেলিভিশন চ্যানেলের শোতে যোগ দেয় সে সঞ্চালক হিসাবে। তারপর থেকে বদলে যেতে থাকে তাঁর জীবন। ইতিমধ্যেই শুটিং-র জন্য বাংলাদেশ পাড়ি দিয়েছেন অভিনেতা। 'আজব কারখানা'য় পরমব্রতর বিপরীতে দেখা যাবে অভিনেত্রী ইমিকে। তবে,অবশ্য 'আজব কারখানা' অভিনেত্রী ইমির ডেবিউ ছবি।

পিছিয়ে গেল সাবেক প্রধান বিচারপতি সিনহার দুর্নীতি মামলার প্রতিবেদন দাখিলের সময়

ঢাকা, ৭ এপ্রিল(হি.স.): সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এস কে) সিনহার বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামি ১৬ মে দিন ঠিক করেছে আদালত। আজ রবিবার মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এদিন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিবেদন আদালতে দাখিল না করায় ঢাকা মহানগর হাকিম সত্যব্রত শিকদার প্রতিবেদন দাখিলের পরবর্তী দিন ধার্য করেন। আদালত সূত্র জানায়, গত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর শাহবাগ থানায় এই মামলাটি করেন বিএনপির সাবেক নেতা, বর্তমানে আওয়ামি লিগ ঘনিষ্ঠ, সাবেক মন্ত্রী ও আইনজীবী নাজমুল হুদা। নতুন দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট অ্যালায়েন্সের (বিএনএ) সভাপতি নাজমুল হুদার মামলার এজাহারে তিন কোটি ২৫ লাখ টাকা ঘুষ দাবির অভিযোগ করেন এস কে সিনহার বিরুদ্ধে। আদালতের নির্দেশে বর্তমানে মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন তদন্ত করছেন।

উল্লেখ্য, সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে (এস কে সিনহা) রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তাঁকে ইচ্ছামতো যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস এবং কাজের অনুমতিও দিয়েছে সে দেশের সরকার। রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে সিনহার করা একটি আবেদন মঞ্জুর করে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর। একাধিক দায়িত্বশীল কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংবাদমাধ্যম বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সংবাদ মাধ্যমটি বলছে, সম্প্রতি সিনহার আবেদনের ওপর একটি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি, কংগ্রেস প্রতিনিধি এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তায় কাজ করা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। দীর্ঘ শুনানি শেষে এস কে সিনহার রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদনটি গৃহীত হয়। এর আগে ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাবে বহুল আলোচিত 'এ ব্রোকেন ড্রিম'বইয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিনহা জানান, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য পররাষ্ট্র দফতরে আবেদন করেছেন। এ সময় তিনি বলেন, এই দেশে (যুক্তরাষ্ট্র) আমার কোনো পরিচয় (স্ট্যাটাস) নেই। আমি শুধু একজন আশ্রয় প্রার্থী। তাই আমি এখানে রাজনৈতিক আশ্রয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

বারুইপুর ক্যানিং রোডে ভেঙ্গে পড়ল ব্রিজের গার্ডওয়াল

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স) : বারুইপুর কানিং রোডের ওপর আচমকাই ভেঙ্গে পড়ে উত্তরভাগ ব্রিজের গার্ডওয়াল উ এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় উ ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে উ ঘটনার জেরে রবিবার সকাল থেকেই বারুইপুর কানিং রোডে স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। রবিবার স্থানিরা জানান, শনিবার রাতে ক্যানিং এর দিক থেকে একটি লড়ি আসছিল উ সেই লড়িটি ক্রেন বহন করছিল উ গাড়িটির গতি থাকায়, ওই ক্রেনের সাথে ধাক্কা লেগেই গার্ডওয়ালটি ভেঙে পড়ে উ জানা যায় লড়িটি বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিল ।

এদিকে এই ঘটনার জেরে রবিবার সকাল থেকেই ভোগান্তির স্বীকার হন পথচারীরা উ বারুইপুর কানিং রোডের বদলে অন্য পথ দিয়ে ঘুরে যেতে গিয়ে অনেকটাই অসুবিধায় পড়েন স্থানীয়রাও উ সমস্যায় পড়ে এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার আহবান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৭ ।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্যসহ সকল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকদের তাদের নিজ দেশে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য মিয়ানমারের ওপর জোরালো বৈশ্বিক চাপ অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়েছেন। ব্রিটেনের বৈদেশিক দপ্তর এবং কমনওয়েলথ কার্যালয়ের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মার্ক ফিল্ড এমপি আজ রোববার (এপ্রিল ০৭) সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাতে এলে শেখ হাসিনা এই আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। রোহিঙ্গাদের মাঝে বিশেষ করে রোহিঙ্গা তরুনদের মাঝে কাজকর্ম না থাকা এবং তাদের ফিরে যাওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় হতাশা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা ঐ এলাকায় একটি বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে কেননা সংখ্যায় তারা স্থানীয় জনসাধারণকে ছাড়িয়ে গেছে।কাজেই স্বার্থান্বেষী মহল তাদের মধ্যে বিদ্যমান হতাশাকে খারাপ উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করতে পারে, যোগ করেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন,বর্ষাকালে রোহিঙ্গাদের অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে। অবশ্য সরকার তাদের অস্থায়ী আবাসনের জন্য একটি দ্বীপকে উন্নত করে গড়ে তুলছে। সফররত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী এত বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়া বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট বোঝা আখ্যায়িত করে তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সরকারের কাছে জানতে চান। এদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন বলেও উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। এসময় যুক্তরাজ্যের মন্ত্রী ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জনের জন্য শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। শেখ হাসিনা দুই দেশের পারস্পরিক লাভের স্বার্থেই বাংলাদেশে আরো ব্রিটিশ বিনিয়োগ প্রত্যাশা করেন। তিনি এ সময় ব্রিটিশ উদ্যোক্তাদের আরো বেশি বেশি বাংলাদেশের বিনিয়োগের আহবান জানান। মার্ক ফিল্ড বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশেষ করে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে ব্রিটেনের অংশীদারিত্বের কথা পুণর্ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশে ব্রিটেনের সহযোগিতা বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ইস্যুর ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এক্ষেত্রে নিজস্ব অর্থায়নে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার বিষয়টি মাথায় রেখেই দেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী এ সময় তাঁর সরকারের দেশে বেসরকারী খাতকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি অবহিত করে বেসরকারি মালিকানাধীন বেশ কিছু টিভি চ্যানেল অনুমোদন প্রদানের কথাও জানান। তিনি বলেন,বাংলাদেশে গণমাধ্যম এখন সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করছে। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ঐতিহাসিকভাবেই ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে তাঁদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। বৈঠকে যুক্তরাজ্যের মন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্রিটেনের আরো সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস দেন। বৈঠকে উভয়ে দু'দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্ক আরো জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান এবং ঢাকায় যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার চ্যাটারটন ডিকসন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদার কারামুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে বিএনপির গণঅনশন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৭ ।। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার কারামুক্তি ও তার সুচিকিৎসার দাবিতে রাজধানীতে ছয় ঘণ্টার প্রতীকী গণঅনশন করছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। রবিবার (এপ্রিল ০৭)সকাল সাড়ে ১০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর মিলনায়তনে এ কর্মসূচির শুরু হয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এতে যোগ দেন বিএনপি শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। গত মঙ্গলবার রাজধানীর নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়।হাত ও পায়ের জোড়ায় গুরুতর ব্যথা, ভালো ঘুম না হওয়া ও সুগারের মাত্রা বেশি থাকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ফের বিজিবি মোতায়েন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৭ ।। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র সেন্ট মার্টিন দ্বীপে নিরাপত্তার জন্য ফের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। রোববার (এপ্রিল ০৭) দুপুরে বিজিবির এক প্লাটুন সদস্য দেশের সর্বদক্ষিণের এই দ্বীপে অবস্থান নেয়। এখন থেকে তারা সেখানে সীমান্ত নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করবে বলে জানিয়েছেন বাহিনীর কর্মকর্তারা। বিজিবির টেকনাফ-২ ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সরকার মো. মোস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী দ্বীপটিতে ২২ বছর পর আবার বিজিবি সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। রোববার (এপ্রিল ০৭) সকালে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে ১ প্লাটুন বিজিবি সদস্য রওনা দেয়। তারা সেখানে অবস্থান করে সীমান্ত নিরাপত্তায় নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবে।উপকূল রক্ষী বাহিনী কোস্টগার্ডের পাশাপাশি এখন মিয়ানমার সীমান্তবর্তী সেন্ট মার্টিনে দায়িত্ব পালনে থাকবে বিজিবি।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল সরকার মোস্তাফিজ বলেন, মূলত চোরাচালান, মাদকপাচার ও মানবপাচার প্রতিরোধের পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এটা বিজিবির নিয়মিত কাজেরই অংশ। সেন্টমার্টিনের ইউপি চেয়ারম্যান নুর আহমদ বলেন, বেলা ১২টার দিকে শতাধিক বিজিবি সদস্য দ্বীপটিতে পৌঁছেছে।এর আগে ৩০ মার্চ থেকে দ্বীপটিতে ২০/৩০ জনের মতো বিজিবি সদস্য অবস্থান করছিলেন বলে জানান তিনি।তিনি বলেন,হঠাৎ করে ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ বিজিবি সদস্যদের দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছিল। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা সেন্ট মার্টিনে মোতায়েন ছিল।বিজিবি কর্মকর্তা সরকার মোস্তাফিজ বলেন,পরে কোস্টগার্ড গঠিত হলে দ্বীপটিতে সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব সংস্থাটিকে দেওয়া হয়।

আঞ্চলিক দলের চাপের রাজনীতিতে জাতীয় স্বার্থ গৌণ নয়, বিতর্ক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। আঞ্চলিক দলের চাপের রাজনীতিতে জাতীয় স্বার্থ গৌণ নয়। রবিবার বিতর্ক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের এই অভিমত ছিল। অনেকে মনে করেন আঞ্চলিক দলের চাপের রাজনীতিতে গৌণ জাতীয় স্বার্থ।

রবিবার আগরতলায় সুকান্ত একাডেমিতে আঞ্চলিক দলের চাপের রাজনীতিতে গৌণ জাতীয় স্বার্থ শীর্ষক বিতর্ক সভায় উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সভাপতি গৌতম লাহিড়ি, বরিষ্ঠ সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল, এআইসিসি সদস্য প্রীতম ঘোষ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক অমিতাভ দত্ত ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, আঞ্চলিক নেতা অনিমেশ দেববর্মা এবং বুদ্ধিজীবী ডাঃ অশোক সিনহা। এদিন, এই বিতর্ক সভা আলোচনার বিষয়টি নিয়ে পক্ষে বক্তব্য রাখেন যীষ্ণু দেববর্মন, গৌতম লাহিড়ি, অমিতাভ দত্ত ও ডাঃ অশোক সিনহা। বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রীতম ঘোষ, জয়ন্ত ঘোষাল, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও অনিমেশ দেববর্মা।

এদিনের বিতর্ক সভায় বক্তাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে আঞ্চলিক দলের গুরুত্ব যেমন রয়েছে তেমনি আঞ্চলিক দল নিজেদের সীমাবদ্ধতার বাইরে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ। এআইসিসি সদস্য প্রীতম ঘোষ এদিন দাবি করেন, দেশের স্বার্থে একমাত্র জাতীয় দল সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে থাকে। আঞ্চলিক দলগুলি তাদের নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরে ভাবতে পারে না। কিন্তু, এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধীতা করে বরিষ্ঠ সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল দাবি করেন, বিভিন্ন রাজ্যের দাবী দাওয়া পূরণ না হওয়ায় আঞ্চলিক দলগুলি ওই দাবীগুলি নিয়েই সোচ্চার হয়। জাতীয় দলের বঞ্চনার কারণেই আঞ্চলিক দলের জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলি তাদের রাজ্যভিত্তিক দাবী দাওয়া নিয়ে জনসমর্থন আদায় করতে পেরেছে।

এদিকে, আঞ্চলিক নেতা অনিমেশ দেববর্মা দাবী করেন, দেশে নেতার অভাবেই আঞ্চলিক দলগুলি তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে। তিনি বলেন, আঞ্চলিক দল কখনওই জাতীয় দলগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে না। বরং জাতীয় দল নানাভাবে আঞ্চলিক দলগুলিকে গ্রাস করার চেষ্টা করে। তাঁর মতে, এই কাজ সম্ভব হয় একমাত্র অর্থের জোরে। অনিমেশ দেববর্মার এই বক্তব্যে পাল্টা কটাক্ষ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। তিনি বলেন, আঞ্চলিক দলের নেতারা শুধু অর্থ কেন দেখেন। এর বাইরেও অনেক কিছু তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু, তাদের নজর শুধুই অর্থের দিকে থাকে।

এদিন, বিতর্ক শেষে উপস্থিত দর্শকদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। তাতে দেখা গিয়েছে আঞ্চলিক দলের চাপের রাজনীতিতে গৌণ জাতীয় স্বার্থ এর পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠ দর্শক মত দিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।